শ্রীশ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।

তৃতীয়ভাগ।

স্বাধীন ত্রিপুরা,

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা

হইতে প্রকাশিত

ও

বিনা মূল্যে বিতরিত।

বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে

শ্রীরাজবল্লভ সাহার দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ ত্রিপুরাব্দ;।

সূচিপত্র।

গান।	পৃষ্ঠা।

গান।	পৃষ্ঠা।
হরিনামের পাথারে	১৯
হরিনাম শুনিয়ে	১৭
হরিবল্ ব'লে গোরা	২২
হরি হরি বল মন আমার	৩৪
হরেকৃষ্ণ হরিনামে	৯৬
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ	৩২
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি	৩

সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

দুর্ব্বাদল-শ্যামল, জলদকাল, কনকগৌর,
জগজন মনোহারী।
ধনুকবাণ, রমণবেণু, দণ্ডকমণ্ডলুধারী।
লম্বিতজট, পিঞ্ছমুকুট, মঞ্জুচিকুর-কিরীট,
ফুল্লজাতি, বনমালতিমালী, নরতবিহারী।
বল্কলধর, পীতাম্বর, অরুণবাস-সুন্দর,
পঞ্চবটী, যমুনাতটী, নীলাচল-বনচারী।
নয়নকমল, উজল চপল, অশ্রুসিকত বিহ্বল,
রাক্ষসদম, গোপীরম, মানসতমশমকারী।
গুহকভবন, গোচারণ, সঙ্কীর্ত্তন বিহরণ,
জয় ঘোষণ, রাসরসন, প্রেমভকতি পরচারী।
সীতাপতি, রাধারতি, পতিত অগতি সঙ্গতি,
অখিলবন্দ্য, হৃদানন্দ, হৃদয়চন্দ্র কলুষারি।
স্বর্ণপরশ, উজ্জ্বলরস, মধুরভাব উচ্ছ্বাস,
দয়াসিন্ধু, প্রেমইন্দু, দীনবন্ধু দুখঃবারি।
রিপুগঞ্জন, চিতরঞ্জন, বেদনিগড়ভঞ্জন,

নম রাঘব, নম মাধব, নম চৈতন্য হরি হরি হরি।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী আশা-তোড়ী—তাল বীরপঞ্চ।

জয় শ্রীগৌর গোবিন্দ,
জয় অবধূত নিত্যানন্দ,
অখিল ভাসিল প্রেমসুধা-করে, ভূতলে যুগল চাঁদ।
ধন্য ধন্য ধন্য নদীয়ানগরী,
জয় লীলাময় কীর্ত্তনবিহারী,
ধন্য কলির জীব বলে হরি হরি,
প্রেমে নাচে জড় অন্ধ।

সুরফাঁক্—তাল।

জয় প্রভু হলধর—নিত্যানন্দ প্রেমাকর,
ঘরে ঘরে যেয়ে, যাচিয়ে যাচিয়ে,
হরিনাম দিয়ে, শোধিলে অন্তর।

তাল—তেওরা।

জয় জয় রাম—নয়নাভিরাম,
বাজে হরিনাম-সিঙ্গা অবিরাম,

মত্ত ধরাধাম, নাচে ভকতদাম,

* ভজামি পদারবিন্দ।

—— শ্রীশশিভূষণ বসু।

কীর্ত্তনের সুর †—তাল একতালা।

শ্রীগৌরাঙ্গ হরি

একবার এস হে!—

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,

একবার এস হে!—

নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, গদাধরে সঙ্গে করি।

গদাধরে সঙ্গে করি—

—এস শচীর দুলাল এস—

—প্রেমে নেচে নেচে এস—

—রসে ঢুলে ঢুলে এস—

এই আঙ্গিনাতে হও এসে উদয়,

প্রাণ জুড়াই চাঁদবদন হেরি।

জুড়াই চাঁদবদন হেরি—

—এস কাঙ্গালের ধন—

—এস জীবনের জীবন—

—এস অন্ধলের নড়ী—

---

* পুনঃ বীরপঞ্চ তাল।

† হরিহে ত্রি ভঙ্গবাঁকা—সুরের আভাস।

তোমায়'কাতরে কাঙ্গালে ডাকে হে,
একবার এস সঙ্কীর্ত্তন-বিহারী।
এস সঙ্কীর্ত্তন-বিহারী—
—ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে—
—হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে—
—রাঙ্গাপায় নূপুর পরি—
(পূর্ণতান।)
গদাধরে সঙ্গে করি—
—গদাধরের প্রাণ এস—
—নৈদের চাঁদ এস এস—
—গৌর এস এস এস—

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী মঙ্গল-বিভাস,—তাল লোভা।

এস হে প্রাণ গৌরচাঁদ আমার,
জীবনের জীবন আমার হে।
প্রাণগৌর,——
—এস কাঙ্গালের ভবনে—
—এস এস সঙ্কীর্ত্তনে—
—ওহে কাঙ্গালের নিধি—
—ওহে দীনহীনের সুহৃদ,—

এস এস ওহে দরিদ্রের ধন !

এস এস—

—অদ্বৈতের সাধনের ধন—

—শ্রীবাসের আঙ্গিনার ধন—

—গদাধরের হৃদয়ের ধন—

—অবধূতের সর্ব্বস্বধন—

—জগাই মাধাইর জীবনধন—

ও চাঁদবদন হেরি জুড়াই জীবন।

তুমি রহিয়াছ কোন খানে,

রহিয়াছ—

—আঁখি আমার শূন্য ক'রে—

—হৃদয় আমার শূন্য ক'রে—

—জগৎ আমার আঁধার ক'রে—

—দশদিক্ আঁধার ক'রে—

তোমায় না দেখিয়ে মরি প্রাণে।

তুমি না আসিলে দয়া ক'রে,

না আসিলে—

—ওহে গৌর নিজগুণে—

—আপনি সেধে আপনি যেচে—

—কাঙ্গাল ব'লে দুঃখী ব'লে—

—নিরাশ্রয় পতিত ব'লে—

তোমায় এ অধম কি আন্‌তে পারে।
—কেবল মুখের ডাকে—
এ অধম কি আন্‌তে পারে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

বাউলের সুর—তাল খেম্‌টা।

আমি ডাক্‌লেম না তেমন ডাকা
সে যাতে শুন্‌তে পায়।
মুখের কথায় ডাকি আমি
এই কথা কি তার কাণে যায়।
ডাক্‌তে শিখে নাই আমার প্রাণ
মিছে ডাকে রসনায়।
প্রাণ যদি ডাক্‌ত তারে,
তবে কি থাক্‌ত দূরে,
শুন্‌তে পেলে রাখ্‌ত কথা,
এ নয়ন দেখ্‌ত তায়।
কাঁদতে নাহি পারে আমার প্রাণ
আঁখি মিছে কাঁদ্‌তে চায়।
যার প্রাণ কাঁদ্‌তে জানে,

পারে সে বাঁধ্‌তে প্রাণে,
প্রাণের কান্না বিনে তারে
আন্‌তে পারে কে কোথায়।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়থেম্‌টা।

ডাক্‌ব কারে—
নামধ'রে ডাক্‌ব কারে,
কে আছে মোর এ সংসারে।
আমায় করে প্রেম স্নেহ,
জগতে নাই এমন কেহ।
যার নাম লয়ে জুড়াব,
এমন আপন কোথা পাব।
ডাক্‌লে কেউ শোনে না হায়,
তবু এ প্রাণ ডাকিতে চায়।
কেউ বোঝে না মরম ব্যথা,
কত কাঁদ্‌ব বৃথা বৃথা।
কৃষ্ণ ব'লে মিছে ডাকি,
আমার নয় সে কমল-আঁখি।

ব্রজরাখালের সখা—
দে'য়না দেখা যারে তারে।
গোপীর কাছে মন বাঁধা,
বাঁকা নয়ন প্রেমে আঁধা,
মিছে কাঁদা মিছে সাধা,
আমি, রাধা হ'লে পেতেম্ তারে।
গৌর গৌর ডাকি বৃথা,
গৌর কোথা আমি কোথা,
পতিত পাবন মিছে কথা,
আমি পেলেম্ত না তারে।
জগার মত ভাগ্য পেলে,
মাধার মত কপাল পেলে,
গৌরচাঁদ অম্নি দে'লে,
ডেকে আনা যায় কি তারে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী কাফোদ—তাল একতালা।

ডাক্লে এসে না, ব্যথা বোঝে না, এমন নিঠুর।
হৃদয় কেন তার এম্নি পাষাণ, নাম যার এতই মধুর।

এসে না এসে না ;—

—ডাকি তারে উচ্চৈঃস্বরে—
—ডাকি তারে নাম ধ'রে—
—ডাকি হরি হরি ব'লে—
—ডাকি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে—
—ডাকি দীনবন্ধু ব'লে—
—ডাকি হৃদয়বন্ধু ব'লে—
—ডাকি পতিতপাবন ব'লে—
—ডাকি জীবন-জীবন ব'লে—
—ডাকি অখিলনাথ ব'লে—
—ডাকি প্রাণনাথ ব'লে—
—ডাকি দয়াময় ব'লে—
—ডাকি প্রেমময় ব'লে—
—এমন কি নাম আছে রে আর—
—সেই নামে ডাক্‌ব তারে—

সে ত শোনেনা রে আমি সদা ডাকি,
আমি কাঁদি সে ত ফিরায় না আঁখি,
আমি চাহি তার সাথে সাথে থাকি,
সে ত আমা ছেড়ে থাকে দূর দূর।
আমি চাহি তারে ধরিয়া রাখিতে,
চাহি রে রাখিতে আঁখিতে আঁখিতে,

শ্রবণ থাকিতে পেলেম্ না শুনিতে,
মোহন মুরলী রসাল নূপুর।
শ্রবণ থাকিতে পেলেম্ না শুনিতে—
—কানুর হাতের মোহনবাঁশী রে—
—মনচোরা মোহনবাঁশী রে—
—ব্রজগোপীর মনচোরা মোহনবাঁশী রে—
—বাঁশীর তানে প্রেমে সাধা মোহনবাঁশী রে—
—নূপুর ধ্বনি রে—
—রাঙাপায়ের নূপুর ধ্বনি রে—
—কালাচাঁদের রাঙাপায়ের নূপুর ধ্বনি রে—
—কালাচাঁদের রাঙাপায়ের রুনুঝুনু নূপুর ধ্বনি রে—
আমি তারে মিছে বলি আমার আমার,
সে নয় রে আমার, সে নয় রে আমার,
ব্যথার ব্যথী হ'লে শুনিত আমার—
মরমের গীত পরাণের সুর।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

মনোহরসাই—তাল লোভা।

আমার কি হইবে ?
শুধু মুখের হরিনামে—
কি হইবে ?
আমার প্রাণে তো ও নাম ফোটে না
কি হইবে ?
শুধু নামের কোলাহলে—
কি হইবে ?
আমার হিয়ায় তো ও নাম শুনিনে
কি হইবে ?
নামে মন ডুবিল না ডুবিল না—
কি হইবে ?
আমার হৃদয় তো ও নামে গলে না
কি হইবে ?
নামে ম'জে না ডাকিলে—
কি হইবে ?

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

(খ)

রাগিণী কামোদ—ঝাঁপতাল।

সবে মিলি একই প্রাণে হরিব'লে ডাক্‌রে ভাই।
হরি কেমন ক'রে থাকে দূরে দেখ্‌ব রে আজ
দেখ্‌ব তাই।

তোরা ডাকিস্‌ যদি তারে ডাকার মতন,
ডাকিস্‌ যদি ;——

—আজি শত হৃদয় মিলাইয়ে—
—সবে সম প্রাণে সম তানে—
—শত হৃদয়ের আকর্ষণে—
—আজি পরাণের ব্যাকুলতায়—

তবে হবে না রে বনে রোদন।

—বিফল হবে না রে—
—বৃথা হবে না রে—

হরি সহজে কি কারো বিনয় মানে,
সহজে কি ;—

—কারো স্তব স্তুতি নতি শোনে—
—কারো কাছে এসে দেখা দেয়—
—দেখা দিয়াছিল প্রহ্লাদেরে—
—হরি দুঃখীর কথায় কর্ণ দেয়—
—হরি দীনদুঃখীরে দয়া করে—
—হরি পাপীর পানে ফিরে চায়—

যার বল থাকে সে টেনে আনে।

—যার হৃদয়ের—

—যার পরাণের—

সবে ডাক্‌রে তোরা ম'জে নাম রসে,

ডাক রে তোরা ;—

—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ব'লে—

—হরে রাম হরে রাম ব'লে—

—সবে হৃদয় ভ'রে বদন ভ'রে—

—কাতর হিয়ার রোদনের বলে—

—পাপীর রোদন বিনে নাহিক বল—

—পাপীর অস্ত্র বটে নয়নের জল—

হরি দেখা দিবে সেধে এসে।

—মদনমোহন বেশে—

—ব্রজের রাখাল বেশে—

বটে হরিনামটি হরি ধরিবার ফাঁদ,

হরিনামটি ;—

—হরি বেঁধে রাখ্‌বার কঠিন নিগড়—

—হরি বশ করিবার মোহনমন্ত্র—

—হরি ভুলাইবার মহৌষধি—

—হরির মন হরিবার মহামায়া—

—হরির মন তোষিবার প্রেম উপহার-

তাহে দিবে ধরা ব্রজের সে চাঁদ।

—হরিনামের গুণে—

—আজ্ তোদের হাতে—

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

মনোহরসাই—তাল লোভা।

রহিতে না পারি আমি আর,

আমায় যেতে হবে নবদ্বীপে, শোধিতে রাধারধার।

যত কাঁদায়েছি তারে,

কাঁদ্‌ব তত তারি তরে,

এ জনম ভ'রে—রাধানাম ক'রে;

ফিরি ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে গাইব গুণ শ্রীরাধার।

শ্যামবেশ অন্তরে ঢাকি,

রাধারূপ অঙ্গে মাখি,

হইব যোগী—প্রেমের লাগি;

সুখে মাগিব রাধার প্রেম জগতে সুধার সার।

পীতধরা চূড়া ছাড়ি,

ডোর আর কৌপীন্ পরি,

বেড়াব ঘুরি—হরিনাম করি,

প্রাণের ভাই বলাই হবে নিত্যাই, করিবে প্রেম
পরচার।
চৌষট্টি মহন্ত সঙ্গে,
সখিভাবে প্রেমতরঙ্গে,
নাচিবে রঙ্গে,—রস ভ্রুভঙ্গে ;
রাধার ছয়মঞ্জরী ছয়গোসাই, সঙ্গে নাচিবে আমার।
ধ্যান ছাড়ি ত্রিপুরারি,
শান্তিপুরে অবতরি,
জীবের দুঃখ হেরি,—ডাকে নাম ধরি ;
অদ্বৈত ঘন ঘন ছাড়িতেছে হরিনামের হুহুঙ্কার।
শ্রীরাধার রূপে মিশি,
বাজাইব দিবানিশি
হরিনামের বাঁশী,—প্রেমে ভাসি ;
রাধার ভাবকান্তি প্রেমলীলা হৃদয়ে জাগে আমার।
শ্রীশশিভূষণ বসু॥

রাগিণী ঝিঁঝিট*—তাল একতালা।

বিমলচন্দ্র গৌরচন্দ্র দেখ উদয় নদীয়ানগরে।

---

* গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে—সুর।

মাতিল জগত প্রেমসুধাপানে অন্ধ আতুর
নাচে রে।

ভুবনমোহন রূপের ফাঁদ,
শচীদেবীর কোলে হাসে রে চাঁদ
ফাগুণপূর্ণিমা বাসন্তী চাঁদ—
আকাশে বসিয়া হাসে রে।
মুঞ্জরিছে কলি, গুঞ্জরিছে অলি,
হরি হরি বলি গায় পাখী গুলি,
জগন্নাথের ঘরে প্রেমের বিজলী—
ভুবন উজলি খেলে রে।
সোণার চাঁদ করিয়ে কোলে,
ভাসিছে ধরণী প্রেম অশ্রু জলে,
পুলক তরঙ্গে জাহ্নবী উথলে,
হরি হরি সবে বলে রে।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে বলে হরি হরি,
কি আনন্দ আজ আহা মরি মরি,
পাপী তাপী পাপ তাপ পরিহরি,
প্রেমানন্দে ভাসে রে।
জয় জয় রবে কোকিল গায়

প্রেমসুধা ঢালে মলয় বায়,
আনন্দে নদীয়া ভাসিয়া যায়,
হরি ব'লে সবে নাচে রে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী ভীমপলাশী মূলতানী——তাল একতালা।

হরিনাম শুনিয়ে আজ কেন রে মন এমন করে।
হরিনাম শুনিয়ে আজ কেন রে পরাণ শিহরে।
হরিনাম শুনিয়ে আজ কেন রে নয়ন ঝরে।
হরিনামে প্রাণে আজ আনন্দ নাহিক ধরে।
দয়া করি বুঝি হরি এল রে নদীয়াপুরে।
হরি হরি জয় ধ্বনি,
জীবন্ত জাগ্রত শুনি,
হরিনাম চিন্তামণি নরলোকে আজ বিহরে।
হরিনাম প্রেমময় নগরেতে আজ বিচরে।
হরিনাম দয়াময় পথে পথে আজ বিচরে।
হরিনামে পূর্ণ ধরা,
হরিনামে আকাশ ভরা,
বহে সুরধুনীর ধারা ব'লে হরেকৃষ্ণ হরে,

বহে আজ সমীরণ ব'লে হরেকৃষ্ণ হরে,
ডাকে আজ বিহঙ্গম ব'লে হরে কৃষ্ণ হরে,
গলে আমার পাষাণ মন শুনে হরেকৃষ্ণ হরে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস†—তাল একতালা।

আনন্দে ভাসে নদীয়ানগরী শচীদুলালে হেরি।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলি বলে হরি হরি।
—আজ আনন্দের আর সীমা নাই—
—শচীর বালক হেরি— (আনন্দের আর)
পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে ভূতলে, যুগলচাঁদের খেলা,
—ব'লে, আয় রে তোরা দেখে যা রে—
—শচীর তনয় চাঁদে— (দেখে যা রে)
যুবক যুবতী ধায় শত শত সুমঙ্গল ধ্বনি করি।
সোণারকমল, হাসে খল্ খল্, শচীমাতার কোলে,
—আজ শচীর কোলে হাসে রে চাঁদ—
—হরিধ্বনি শুনে— (হাসে রে চাঁদ)
হাসিছে জগত প্রেম-কোলাহল হরি ২ গৌরহরি।
মলয়পবন চামর ব্যজন করিছে বালক গায়,

---

† আরতি করে নন্দরাণী—সুরাভাস।

—আজ মধুর মধুর হাসে ধরা—
—চাঁদের হাসি নিয়ে— (হাসে ধরা)
হাসে তরু লতা পুলক অঙ্গে কুসুম-ভূষণ পরি।
হরি হরি বলি, দিয়ে করতালি, শিশুগুলি মিলি
গায়,
—সবে নাচে আর হরি বলে—
—চাঁদ হাসাইতে— (নাচে আর হরি বলে)
নদীয়ার পাখী প্রেমে নাচে গায় সুললিত তান
ধরি।
প্রেমে গদগদ নাচিছে অদ্বৈত আনন্দে বিহ্বল
হ'য়ে,
—বলে, এত দিনে এলে কি হে—
—পতিতের বন্ধু— (এলে কি হে)
কতই উল্লাস নাচে হরিদাস, হেরিয়ে প্রাণের
হরি।
কি এক আনন্দ নদীয়া ভরিয়া উঠিল মঙ্গল সোর,
—আজ প্রেমে জগৎ ভেসে গেল—
—নাচে অন্ধ আতুর— (ভেসে গেল)
এ তিন ভুবন পুলকে পূরিল কি আনন্দ মরি মরি।
আকাশে অমর পুষ্পবৃষ্টি করে, জয় জয় বলে সবে,

—আজ ধন্য কলি ধন্য ধরা—

—ধন্য নৈদেপুরী— (ধন্য ধরা)

জীব উদ্ধারিতে,অবতীর্ণ ভবে, গোলোকবিহারী
হরি।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী লগ্নী—তাল একতালা।

খেলে রে দুলাল গৌরগোপাল
ধূলির মাঝে আঙ্গিনায়।
ধূলির মাঝে আঙ্গিনায় ;——
—আজ খেলে রে চাঁদ খেলে রে চাঁদ—
—খেলে মায়ের কোল হ'তে নেবে—
—খেলে মায়ের কাছে ঘুরি ফিরি—
—খেলে হামাগুড়ি দিয়ে চলি—
—খেলে গড়াগড়ি দিয়ে আবার—
—খেলে ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি—
—খেলে হেলে দুলে হেটে চ'লে—
মায়ের পুলকে পূরিত তনু,
আনন্দ ধরে না হিয়ায়।
মায়ের মুখ পানে বাছা ফিরে ফিরে চায়,
বাছা ফিরে ফিরে চায় ;—

—বাছা অনিমিষে বারে বারে—
—কি যে মনে ক'রে ক্ষণে ক্ষণে—
—কি যে আধ আধ ব'লে ব'লে—
—বাছা ইষদ্‌ ইষদ্‌ হেসে হেসে—
—আবার বদনভ'রে হেসে হেসে—
—ক'টি দশন রতন দেখাইয়ে—

আবার হেসে হেসে মায়ের দিকে
মেলে দুটি হাত বাড়ায়।
স্নেহমাখা রূপে বাছা—
মায়ের মন ভুলায়।

মায়ের মন ভুলায় ;—
—কিবা ধূলি মাখা তনু খানি—
কিবা মৃদু মৃদু মধুর বাণী—
—ডাকে ক্ষণে ক্ষণে মা বলিয়ে—
—দুটি করে বদন ঢেকে রেখে—
—আবার মুখ দেখা'য়ে হেসে ওঠে -

ও চাঁদমুখ নিরখিয়ে—
মায়ের সকল দুঃখ দূরে যায়।
শচী ডাকে, বলে বাছা—
আয় রে কোলে আয়।

আয় রে কোলে আয় ;—

—আয় রে ত্বরায় আয় ত্বরায় আয়—

—তোরে ধ'রে নিতে এসেছে রে—

—তুই পালা এসে আমার কাছে—

—এসে লুকাইয়ে থাক্ কোলে উঠে—

—এই নে রে নে রে ক্ষীর সর—

তার জনম সফল জীবন ধন্য—

এই ছেলে যেই কোলে পায়।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী খাম্বাজ *—তাল খ্যাম্‌টা।

হরিবল্ ব'লে গোরা ঢুলে ঢুলে নাচে পায়।

রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে নূপুর রাঙা পায়।

নাচে রে শচীর দুলাল নৈদের গোপাল গোরা-

রায়।

যে বলে হরি হরি,

তার কাছে নাচে ঘুরি,

কিবা রূপ মরি মরি, হেরি শশী লাজ পায়।

নাচে রে গৌরহরি, রূপে শশী লাজ পায়।

---

* চল লো বেলা গেল হেরব্ রাধা শ্যামের বামে—সুর।

নৈদের বালক মিলি,
প্রেমে দেয় করতালি,
হরিবল্ বলি বলি কত রসে ভেসে যায়।
নাচে রে বনমালী—কত রসে ভেসে যায়।
গোরাচাঁদ হরি বলে,
পুলকে জাহ্নবী খেলে,
প্রেমের তরঙ্গ তুলে, রাঙ্গাচরণে লোটায়।
নাচে রে দুধের ছেলে, জাহ্নবী লোটায় পায়
হরিনামে নাচে শাখী,
হরি বলে বনের পাখী,
পদধূলি অঙ্গে মাখি, বহিছে প্রেমের বায়।
আয় রে হরিব'লে ডাকি গোরাচাঁদ নাচিবে
আয়।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী জংলাট—তাল দাদ্রা।

ভাসে চাঁদ আঁখিনীরে, কিসের তরে বাপ আমার।
কে তারে ধূলা দিল কাঁদাইল, এমন কঠিন প্রাণ
কার ;
নিতাই তুই সঙ্গে ছিলি কি করিলি,

না ধরিলি চাঁদ আমার।
না জানি কে মারিল কি কহিল,
ব্যথা দিল অঙ্গে তার।
(নিতাই)
মা তোমার প্রাণের গোরা নয়নতারা,
তিলেক ছাড়া নয় আমার।
মেরে মা আপ্‌নি কাঁদে, আপ্‌নি হাসে,
গোরার ভাব বুঝা ভার।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী খট্‌—তাল একতালা।

নাচে রে আমার গোরাচাঁদ,
নাচে রে আমার গৌররতন।
নাচে রে আমার জীবন বিশ্বম্ভর,
নাচে রে আমার নিমাই প্রাণধন।
নাচে রে——
—বিভোর বিভোর বিভোর হয়ে—
—রসে ঢল ঢল হয়ে—
—ভাবে ভু'লে ঢুলে ঢুলে—
—দুটি বাহু তুলে তুলে—

—ঢুলু ঢুলু বাঁকা নয়ন—
—এলো থেলো অরুণ বসন—
—দোলে মালতীর মালা—
—অনুরাগে প্রাণ উতালা—
—রাধাপ্রেমে মাতোয়ারা—
—বহে প্রেম-অশ্রুধারা—
—ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা—
—ক্ষণে ক্ষণে পাগলপারা—

এই যে আমার নৈদের চাঁদ
নেচে নেচে ধীরে ধীরে যায়।
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু মধুর মধুর—
সোণার নূপুর বাজে রাঙা পায়।
নূপুর বাজে রে ;——
—রাঙাচরণ বেড়ে বেড়ে—
—রাঙাচরণ বুকে ক'রে—

—চরণ পেয়েছি পেয়েছি ব'লে—
—আজ বড় গৌরব ক'রে—

—কমল পদে ভ্রমর সেজে—
—গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে—

—মৃদঙ্গের তালে তালে—
—লয়ে লয়ে মিশে মিশে—

কিবা, রুনু ঝুনু মধুর মধুর সোণার নূপুর,
বাজে রাঙা পায় ৷
ভকত সঙ্গে রঙ্গে ফিরি—
যারে দেখে তারে প্রেম যাচে,
ভাসি নয়নজলে হরি হরি ব'লে,
সঘনে উছ'লে উছ'লে নাচে ৷
গৌর নাচে রে——

—নিতাইর কাঁধে ভর দিয়ে—
—আবার অদ্বৈতেরে ধ'রে—
—গদাধরের গলা ধ'রে—
—শ্রীবাসে রে কোল দিয়ে—
—ধরে পুণ্ডরীকের হাতে—
—হরিদাসের সাথে সাথে—
—মুকুন্দের গানের তানে—
—আনন্দে বিহ্বল প্রাণে—

ভাসি নয়নজলে হরি হরি ব'লে—
সঘনে উছ'লে উছ'লে নাচে ।

শ্রীমদনমোহন মিত্র ।

নগরকীর্ত্তনের সুর*——তাল আড়খ্যাম্‌টা।

সবে, হরিব'লে নাচে আর গায়।

প্রেমের মহোৎসব আজ নদীয়ায়।

মহোৎসব আজ——

—গৌরচাঁদ উদয়—

—তোরা দেখ্‌ রে আসি—

কত খঞ্জ নাচে বোবায় ডাকে,

অন্ধে চক্ষু মেলি চায়।

—গোরার রূপ দেখিতে—ঐ

—গৌর প্রেমালোকে—ঐ

মধুর হরিনামের হিল্লোলে,

সোণার নৈদে ভেসে যায়।

—গোরার প্রেমবাদলে—ঐ

—হরিনামের স্রোতে—ঐ

প্রেমসুধার ভাণ্ড হাতে নিয়ে,

নিতাই ডাকে আয় আয়।

—কাঙ্গালের বন্ধু—ঐ

—হরিনামের পাগল—ঐ

—গোরার প্রেম নিবি কে—ঐ

করি, নিত্য রাস-সঙ্কীর্ত্তন

---

* কবে ব্রজের ধূলি লাগ্‌বে আমার গায়—সুর।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায়।

—হরিনামের খেলা—ঐ

—প্রেম গড়াগড়ি—ঐ

—প্রেমের ধূলাখেলা—ঐ

নাচে ভাবের মানুষ কাচা সোণা,

প্রেমতরঙ্গে ভেসে যায়।

—নবরসের গোরা—ঐ

—হরিবল্ বলিতে—ঐ

—কত ভাবের ভোলা—ঐ

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী ভিমপলাশী মূলতানি——তাল একতালা।

নগরে ব্যাপিল রব হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
গগণে উঠিল ধ্বনি হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
পরাণে বাজিল ধ্বনি হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
মরমে পশিল ধ্বনি হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
শুনি আজ ঘরে ঘরে,
হরেকৃষ্ণ হরে হরে,
শুনি আজ পথে পথে,
হরেকৃষ্ণ হরে হরে।

বল সবে বদন ভ'রে,
সম প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে,
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম,
রাম রাম হরে হরে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী ভটিয়ারী মিশ্রিত কীর্ত্তনের সুর——তাল একতালা।

নগরে নগরে,
প্রতি ঘরে ঘরে,
উঠ্‌ল রে রব সুধামাখা--হরে কৃষ্ণ হরে।
উঠ্‌ল রে নাম হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
উঠ্‌ল রে নাম হরে রাম, রাম রাম হরে।
নগরে নগরে——

—হরিনামের প্রেমধ্বনি—
—হরিনামের কোলাহল—
—আনন্দের বাজার মিলেছে—

—ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন—
—বাজে খোল করতাল—
—ভুবন মঙ্গল গান—
—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ—
—হরিনাম সুধা ভাসে—
—খেলে রে প্রেমের তরঙ্গ—
—বহে রে প্রেমের তুফান্—
—নাচে সবে মত্ত হ'য়ে—
—নাচে হরি হরি ব'লে—
—নাচে গৌরহরি ব'লে—
—ঐ শোন্ হরিবল্ হরিবল্ বলে রে—
—প্রাণভ'রে সবে হরিবল্ হরিবল্—
—হৃদয় খুলে সবে হরিবল্ হরিবল্—
—নেচে নেচে সবে হরিবল্ হরিবল্—
—মরমভেদী রবে হরিবল্ হরিবল্—
—নামে ম'জে সবে হরিবল্ হরিবল্—
—দীনদুঃখী যত হরিবল্ হরিবল্ বলে রে—
—ঐ শোন্ হরিবল্ হরিবল্—
(নগরে নগরে ইত্যাদি)

আহা ! কি মধুর নাম,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
মিটে না সাধ ডাক্‌লে অবিরাম ;

এনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, বিলা'ল জগৎ ভ'রে।

কোথায় ছিল——

—মধুর কৃষ্ণনাম—

—এমন মিঠা নাম—

অন্ধ নাচে নয়ন মেলে,

খঞ্জ নাচে বাহু তুলে,

বোবায় ডাকে হরিবল্ ব'লে ;

প্রেমে পাপী তাপী সবে মিলি, হরিগুণ গান করে।

পাপী তাপী——

—হরিনামের গুণে—

—নিতাইচাঁদের কৃপায়—

ছাইল ভুবন বেড়ে,

হরে কৃষ্ণ হরে হরে,

উঠ্‌ল ধ্বনি হরে রাম হরে ;

হরিনামে কি আনন্দ মাখা, শুনে প্রাণ শিহরে।

নামে কি——

—পুলক আপ্‌নি ফোটে—

—প্রেমে প্রাণভরে—

হরি হরি মহাধ্বনি,

যেথানে সেখানে শুনি,

দুঃখী কাঙ্গাল হ'ল রে ধনী ;

নিতাই হরিনাম অমূল্য ধন, বিলায় রে যারে তারে।

হরিনাম——

—ঘরে ঘরে যেয়ে—

—দ্বারে দ্বারে যেয়ে—

—কত মা'র খেয়ে—

—কাঙ্গাল দুঃখী খুজে—

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী খাম্বাজ মিশ্রিত কীর্ত্তনের সুর——তাল খয়রা।]

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কৃষ্ণ কেবলম্।

বল, হরে রাম হরে রাম-রাম রাম কেবলম্।

বল হরে রাম——

—আমার গোরার সাধের নাম—

—এ নাম বল্‌তে গোরা বিভোর হ'ত—

—এ নাম বল্‌তে নয়নধারা বৈতো—

বল, বলাইয়ের জীবন কানাই রাখাল সখা কেবলম্।

বল বলাইয়ের—

—এনামে আমার নিতাই পাগল—

—এনামে আমার নিতাই নাচে—

—এনামে আমার নিতাই নাচে—

—আমার গোরাচাঁদে নাচাইয়ে—

এনামে——

—নিতাইর কি জানি কি মনে পলো—

—নিতাই শিঙ্গা দে শিঙ্গা দে বলে—

—শুধু কানাইর বাঁশী বাজ্‌বে কেনে,—

—আমার শিঙ্গা দে শিঙ্গা দে বলে—

বল, অগতির গতি আমার দীন-দয়াল কেবলম্‌,

বল, আচণ্ডালে কোলদাতা দীন-দয়াল কেবলম্‌।

বল, অগতির গতি——

—অদ্বৈত বিভোরে নাচে—

—অদ্বৈত বিভোরে নাচে—

—এইতো এনেছি এনেছি বলে—

অদ্বৈত——

—গোরার দিকে অঙ্গুলী হেলায়ে—

—এই তো এনেছি এনেছি বলে—

বল, অগতির গতি আমার দীন-দয়াল কেবলম্‌।

দীন-দয়াল কেবলম্‌——

—এই তো হরি ব'লে কোল দেয়—
—এই তো নেচে নেচে কোল দেয়—
—এই তো যেচে যেচে কোল দেয়—

বল, রাধিকার প্রেমে বাঁধা রাধা-ঋণী কেবলম্।

বল রাধিকার——

—এনামে আমার গোরা পাগল—
—এনামে আমার গোরা নাচে—
—প্রাণ গদাধরের মুখ চেয়ে—

এ নামে——

—গোরা, জয় রাধে শ্রীরাধে বলে—
—আবার, রাধে আমার প্রাণ বলে—
—কোথা ব্রজবিলাসিনি বলে—

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ *——তাল ঠুংরী।

হরি হরি বল মন আমার,
হরিনাম কর সার।
মন রে! ভজ হরি, কহ হরি, লহ হরিনাম,
সদা, প্রাণ ভ'রে বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

---

* মাতঃ শৈলসুতাসপত্নী——সুর।

হরি হরি বলি,
রসে ঢুলি ঢুলি,
মধুর, হরিনাম সুধাপান কর অনিবার।
মন রে! সংসারের ধূলা খেলা যা রে ভুলিয়ে,
কেবল হরি হরি হরি বল প্রাণ ভরিয়ে।
মধুর হরিনামে,
সুখে ভাস প্রেমে,
হৃদে, হরিনাম মহামন্ত্র জপ বার বার।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

ডেকে কয় নিতাই,
হরিবল্ রে ভাই,
হরিবল্ হরিবল্, হরিবল্ রে ভাই।
হরিবল্ হরিবল্ হরিবল্ রে ভাই।
ডেকে কয় নিতাই;——
—বারে বারে প্রাণের তানে—
—বাহু তুলে উচ্চরবে—
—ফিরি ফিরি পথে পথে—

—পথে যারে দেখে তারে—
—যেয়ে আবার দ্বারে দ্বারে—
—যেয়ে সুরধুনীর ঘাটে—
—ভাবে গদগদ হ'য়ে—
—আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে—

যাহে মধুর রস ঝরে,
এমি নাম সাধ ক'রে,
এনেছি রে তোদের তরে,
এই ধর নে রে ভাই।

একবার রসনার যোগে,
পরখ ক'রে দেখ্‌রে আগে,
যদি মিঠা নাহি লাগে,
তবে ও নাম নিস্‌নে ভাই।
নাম্‌টি কেবল ক'রে ধারণ,
চল্‌রে তোরা ইচ্ছা মতন,
তপ জপ সাধন ভজন
ক'রে তোদের কাজ নাই।
কাজ কি ক'রে যতীর আচার,
কাজ কি ক'রে জ্ঞানের বিচার,

দিনের মাঝে দুবার একবার,
হরি বল্‌বি এই চাই।
রাখ্‌ রে তোরা আমার বিনয়,
ব'য়ে যায় রে সাধের সময়,
দুটি আখর বইত নয়,
হরিব'লে ডাক সবাই।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী খট্‌——তাল খয়রা।

ঘরে ঘরে যেয়ে,
হরিনাম দিয়ে,
জগৎ মাতাইল দয়াল নিতাই।
হরিনাম বিনা,
আর কিছু জানে না,
হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা নাই।
ঘরে ঘরে প্রেমভক্তির প্রচার,
ভাসে রে আনন্দে নিতাই আমার,
হরিনাম শুনিলে,
ভাসে নয়ন জলে,

কেবল হরি হরি বলে, এমন দেখি নাই।

ফিরে দেশে দেশে সঙ্গে হরিদাস,
হরিনাম বিলা'য়ে কতই উল্লাস,
আহা কি আনন্দ !
পতিত পাষণ্ড—
প্রেমে, হরিব'লে নাচে জগাই ও মাধাই।

প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম কীর্ত্তন,
বিপুল পুলকে পূরিল ভুবন,
সবে বলে হরি,
আহা মরি মরি,
আজ, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে জাতি ভেদ নাই।

প্রেমদাতা নিতাই প্রেম দিয়ে সুখী,
দেবের দুর্ল্লভ সুধা পেল দীনদুঃখী,
একবার কৃপা করি,
নিতাই গৌরহরি,
দাসে, স্থান দিও পদে—এই ভিক্ষা চাই।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী লগ্নী——তাল আড়্‌খেম্‌টা।

নিতাই রে——

কাঙ্গালের ঠাকুর আমার নিতাই রে—
দীনদুঃখীর জীবন আমার নিতাই রে—
অনাথের উপায় আমার নিতাই রে—
প্রেমদাতা দয়াল আমার নিতাই রে—
আমা ছেড়ে কাঙ্গাল খুজে—
কেন রে তুই দূরে যাবি;
জগতে আমার মত—
এমন কাঙ্গাল কোথায় পাবি, নিতাই রে—
দীনদুঃখী গরীব কাঙ্গাল—
সবারে তুই মাণিক দিলি,
এ অধম কাঙ্গাল পানে—
নয়নকোণে না হেরিলি, নিতাইরে—
সবারে তুই আপন ভেবে—
কোল দিয়ে প্রেম বিলাইলি ;
আমি কি কেউ নই রে তোর—
আমারে তুই না ছুঁইলি, নিতাইরে—
সেধে গিয়ে যেচে যেচে—

সবায় হরিনাম দিলি,
আমারে কেন রে তুই—
জনম ভ'রে ফাঁকি দিলি, নিতাইরে।
এনে গৌর সোণারচাঁদ—
যার তার হাতে দিলি;
বুঝি এ কপাল দোষে—
আমারে তুই পাশরিলি, নিতাইরে—
দে রে দেখা দে রে চরণ—
এ অধমে দয়া করি;
দে রে প্রেম দে হরিনাম—
দে রে এনে গৌরহরি, নিতাই রে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

আয় রে জগাই,
আয় রে মাধাই,
প্রাণে প্রাণে মিলি হরিগুণ গাই।
হরি হরি ব'লে,
বাহু দুটি তুলে,

প্রেমে,নেচে নেচে কোলে আয় রে দুটি ভাই।
মারিয়াছিস্ কাণা করিয়াছিস্ ভাল,
ভুলিব সে জ্বালা হরি হরি বল,
হরেকৃষ্ণ হরে
বল রে মধুর স্বরে,
শত কাণা যাতে প্রাণ হবে শীতল।
দেখে তোদের দশা বুক ফেটে যায়,
দিবানিশি মত্ত মদের নেশায়,
মোহ পরিহরি,
দেখ রে প্রেমের হরি,
একবার, বল রে হরি হরি শুনে প্রাণ জুড়াই।
দয়ার সাগর গৌরাঙ্গসুন্দর,
প্রেম দিয়ে সুখী, নাই আপন পর,
ধর কথা ধর,
যেয়ে পায়ে ধর,
সে পদ পরশে জুড়াবে অন্তর।
পাষণ্ড পাতকী যদি বলে হরি,
তারে দয়া করে নদীয়াবিহারী,

যাবি যদি তরি,
বল রে হরি হরি,
ভবে, হরিনাম বিনে অন্য গতি নাই।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

রাগিণী পিলু—তাল আড়্খেম্টা।

হরিনামের মালা—নিতাই দিল আমার গলে।
হরিনাম মন্ত্র দিল, আমায় স্নান করা'য়ে গঙ্গাজলে।
হরিনামের মালা ;—

—ছিলরে নিতাইর করে—
—দেবের বাঞ্ছিত নিধি—
—কলিকলুষ নাশিনী—
—তমোরাশি বিনাশিনী—
—সংসার তাপবারিণী—
—বিষয়বিষ সংহারিণী—
—চিত চেতনকারিণী—
—গতি হীনে নিস্তারিণী—
—ভবে পতিতপাবনী—
—পঙ্কিল হৃদয়শোধিনী—
—বিমল প্রেমদায়িনী—

—হরিভক্তি-বিধায়িনী—

—কৃষ্ণ আকর্ষণকারিণী—

ঘরে আর নাহি যাব,
নামের ভিকারী হব,
সদা হরি হরি বল্‌ব,
রব নিতাইর চরণ তলে।

—সেবক হ'য়ে রেণুর মত—

জাহ্নবীর মৃত্তিকায়,
হরিনাম লিখিব গায়,
সাধুর পদধূলি মাথায়।
মাখ্‌ব সদা কুতূহলে ঐ

—অপার আনন্দ ভরে—

হরি ভকতের দুয়ারে,
যাব প্রসাদ লভিবারে,
আলিঙ্গন কর্‌ব তারে,
যে জন হরি হরি বলে।

—বুকে ক'রে রাখ্‌ব তারে—

হরিনাম জপ করিব,
হরিগুণ গান করিব,
হরিরূপ ধ্যান করিব,

দিবানিশি হৃদ্ কমলে।
—গৌররূপ ধ্যান করিব—

সুরধুনীর ঘাটে রব,
নিতি গৌররূপ হেরিব,
ও রাঙ্গাচরণ পূজিব—
চন্দন তুলসী দলে।
—জাহ্নবীসলিল সনে—

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী দেবগিরি বিভাস*—তাল একতালা।

হরিনামের হার,
প্রাণের অলঙ্কার,
কি কাজ আমার অন্য ভূষণে।
কি কাজ আমার,
মণিমুক্তা হার,
কি কাজ আমার রাজসিংহাসনে।
ভাসায়েছি দেহ হরিনামজলে,
হরিনামের মালা পরিয়াছি গলে,
হরিনাম-নিধি দেও কর্ণমূলে,

---

* তাই ভাবি গো মনে বিনা নিমন্ত্রণে সুরের আভাস।

আমি, হরি হরি ব'লে ভ্রমিব ভুবনে।
হরিনাম বিনা অন্য ধন নাই,
হরিনাম আমায় ভিক্ষা দে রে ভাই,
দিবানিশি যেন হরিগুণ গাই,
হরিনাম যেন শুনি কাননে ভবনে।
কর্ণের ভূষণ হরিনাম শ্রবণ,
রসনার ভূষণ হরিনাম কীর্ত্তন,
হরিরূপ ধ্যান হৃদয়ভূষণ,
আমায়, দেও সাজা'য়ে সেই অমূল্য রতনে।
কি কাজ আমার গৃহ পরিবার,
কি কাজ এ ছার অঙ্গের শোভার,
হরিনাম বিনে সকলি অসার,
হরিনাম সাথের সাথী জীবনে মরণে।

শ্রীশশিভূষণ বসু

রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেমটা।

আজ মাধার মুখে—মধুর হরিনাম ফুটেছে।
নিতাই তোমার যতনের গাছে রতন ফলেছে।
—কিবা সাধের রতন ফলেছে—

মাধার মুখে ;—

—আহা কিবা শুন্‌তে পাই—

—বহে যেন সুধাধারা—

—বহে যেন মন্দাকিনী—

—বাজে ভারতীর বীণা—

ক্ষণকাল আগে মাধাই—

ও নাম বল্‌তে পারে নাই ;—

—সে ত বল্‌তে চেয়েছিল—

—কণ্ঠরোধ হ'ত যে তার—

অই শোন্ ভাই নিতাই, মাধা হরি বল্‌তেছে।

—মাধা হরি হরি বল্‌তেছে—

অই যে মাধা হরি ব'লে,

ভাসিছে নয়নের জলে,

—ছুনয়নে শতধাবা—

—ধারার উপর ধারা বহে—

হরিনামের বলে মাধার প্রাণ উছ'লে উঠেছে।

—মাধার মন উছলে উঠেছে—.

অই যে মাধা প্রেমভরে,

হরি বল্‌ছে বদন ভ'রে,

—চিত্তহারী মধুর নাম—

—মধুমাখা তুটি আধব—

হৃদয় ভ'রে উঠে যেন ভাবের জোয়ার ছুটেছে।

—যেন ভাবের বন্যা ছুটেছে—

আজ মাধার চাঁদবদনে,

সাধের হরিনামটি শুনে,

তাপিত জীবন জুড়াইল,

পরাণ শীতল হয়েছে।

—আমার হৃদয় শীতল হয়েছে—

আজিকার দিন ধন্য ধন্য,

নিতাই তুমি হ'লে ধন্য,

—জনম সফল হ'ল তোমার—

—জনম সফল কৈলে আমার—

জীবন আমার হ'ল ধন্য, নৈদে ধন্য হয়েছে।

—এই জগৎ ধন্য হয়েছে—

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

সুর মনোহরসাই—তাল আড়খেম্‌টা।

সঙ্কীর্ত্তনে মনের সাধে আজ নাচ্‌ব।

আয় রে জগা আয়,

আয় রে মাধা আয়,

আমি তোদের সনে নাচ্‌ব।
রঙ্গে নাচ্‌বি তোরা দু'ভাই,
রঙ্গে ভঙ্গে নাচ্‌বে সবাই,
প্রেমতরঙ্গে নাচ্‌বে নিমাই,
আমি সঙ্গে সঙ্গে নাচ্‌ব।
নাচ রে তোরা বাহু তু'লে,
হরি হরি হরি ব'লে,
তোদের রসে গ'লে গ'লে,
হরিবল্‌ব আর নাচ্‌ব।
নাচ রে তোরা ঢুলে ঢুলে,
হরি হরি হরি ব'লে,
তোদের মুখে হরিনাম—
আমি শুন্‌ব আর নাচ্‌ব।
সবার সনে ঘুরি ফিরি,
নাচ রে ব'লে হরি হরি,
তোদের গলা ধরি ধরি,
কোল দিব আর নাচ্‌ব।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

কীর্ত্তনের সুর*—তাল আড়খেম্‌টা।

মনের আনন্দে—সবে নাচে রে।

কত প্রেম রঙ্গে রসের তরঙ্গে, সবে নাচে রে।

পরাণ মোহন ছাঁদ, নাচে রে গৌরাঙ্গচাঁদ,
নাচে রে।

গৌরনাচে নিতাই নাচে, ভক্তগণ নাচে পাছে,
নাচে রে।

হরিবল্‌ হরিবল্‌ বলি, নাচে সবে ঢুলি ঢুলি,
নাচে রে।

নাচে জগা মাধা দু'ভাই আনন্দের আর সীমা
নাই, নাচে রে।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে, নাচে গোরা ভক্তমাঝে,
নাচে রে।

সবে করতালি দিয়ে, দিয়ে হরিগুণ গেয়ে২,
নাচে রে।

কি যেন কি সুধা খেয়ে, নাচে সবে মত্ত হ'য়ে,
নাচে রে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

---

* একবার বলরে নিতাই চৈতন্য—সুর।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খ্যান্টা ।

প্রেমের নূতন হাট বসেছে ।
নদীয়ায় সাধের হাট বসেছে ।
ব্রজের রপ্তানী,
নৈদায় আমদানী,
প্রেম আনি এক দোকানী,
হাজার দোকান খুলেছে ।
প্রেমের বেশাতি,
বিকায় দিন রাতি,
খরিদ্‌দার নানাজাতি,
লোক আসিয়ে জুটেছে ।
চায়না কেহ কর,
লয়না কেহ দর,
যায় না চেনা আপন পর,
এম্নি ভিড় হয়েছে ।
হাটেতে যে যায়,
যত চায় সে পায়,
যতই বিকায় নাহি ফুরায়,

এম্নি জিনিশ রেখেছে।
গৌরাঙ্গের গদি,
নিতাইচাঁদ মুদি,
ত্বরায় যাও কিন্‌বে যদি,
সময় ব'য়ে যেতেছে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

কীর্ত্তনের সুর মিশ্রিত—তাল একতালা।

নিতাই চাঁদের প্রেমের হাটে,
কে যাবি রে আয়।
হাটে, হরিনাম প্রেমসুধা কাঙ্গালে বিলায়,
নিবি যদি আয়।
নামের রব শুনে বধির চলে খঞ্জ হেটে যায়,
দেখ্‌বি যদি আয়।
কত রসে প্রেমে ভেসে বোবায় গান গায়,
শুন্‌বি যদি আয়।
কে যাবি হাটে আয় রে ছুটে সময় বয়ে যায়,
আয় সবে আয়।
কেউ নহে বিমুখ যত চায় তত পায়,

আয় আয় আয়।
কে যাবি রে আয়, ত্বরা আয় ত্বরা আয়,
চৈতন্য-চরণধূলি মাখ্‌বি যদি গায়,
আয় ছুটে আয়।
" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী ভীমপলাশী মূলতানী—তাল খেম্‌টা।
নূতন খেয়া বসেছে নদীয়ার ঘাটে।
লোক জুট্‌ছে আসি (রে) দিবানিশি,
আমার গৌরচাঁদের ঘাটে।
নূতন খেয়া ;——
—বিদেশার দেশে যাওয়ার—
—অপার নদী পার হইবার—
—ভবনদী পার হইবার—
—দুঃখী কাঙ্গাল পার হইবার—
—পাপী তাপী ত'রে যাওয়ার—
—বিনে পয়সায় পার হইবার—
—দোহাই দিয়ে পার হইবার—
—নামের গুণে ত'রে যাওয়ার—
—হরিব'লে পার হইবার—

—হরিব'লে বাহু তুলে—
—নেচে নেচে ত'রে যাওয়ার—

—গৌরগুণ গেয়ে গেয়ে—
—করতালি দিয়ে দিয়ে—
—নেচে নেচে ত'রে যাওয়ার—

গৌরচাঁদের সোণার নৌকা রে—
নিতাইচাঁদ মাঝি তার,
যত রসিকদাঁড়ী, গায় সাড়ি, বায় সোণার দাঁড়,
সারি সারি বায় সোণার দাঁড়,

তরি চলে সমান রে—
তরি চলে সমান, ভাটি উজান্,
ঝড় তুফান্ নাহি আঁটে।
সময় ত যায়, কে যাবি আয় রে—
ব'লে নিতাই ঘন ডাকে।
শুনে নায়ে যেয়ে, উঠ্ছে ধেয়ে, যাত্রী লাখে ২
পার হইতে যাত্রী লাখে লাখে।

থাকে চাকর মুনিব রে—
থাকে চাকর মুনিব, এক ঠাঁই সব,
পদের গৌরব নাহি খাটে,

সেই খানে জাতির গৌরব নাহি খাটে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

কে যাবি রে প্রেমের বাজারে,—
দীন দুঃখী কাঙ্গাল আয় দৌড়ে।
বিকায় বিনা মূলে পরশমণি,
কিন্‌বি যদি আয় দৌড়ে।
এসেছে এক দয়ার অবতার,
মিলায়েছে দুঃখীর তরে প্রেমের বাজার,
যেচে, দেবের দুর্ল্লভ ধন বিলায় রে অকাতরে।
সে বাজারে গৌর গদিয়ান্‌,
নিতাই তুল ধ'রে মূল ক'রে দেয় সবে সমান,
নাই রাজা প্রজা ধনী দীন, সবে সমান
বাট করে।
টাকা কড়ি লাগে না তথায়,
শুধু দুটি মুখের কথা হরিনাম শুনায়,
হরিনামের পণে প্রেম কিনে, আন্‌বি রে
হৃদয় ভ'রে।

" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী বিভাস——তাল ঝাঁপ।

মাঝি রে—নৌকা রাখ।
ক্ষণেকের তরে একবার এই খানে
নৌকা রাখ।

মাঝি রে;—

—ভেটেল নৌকার—
—সোণার ময়ূরপঙ্খী নৌকার—
—কাঙ্গাল বোঝাই গয়না নৌকার—
—নদীয়ার খয়রাতী গয়নার—
—নিশান দেখে চিন্‌তে পেলেম্—
—এইত গৌরচাঁদের নৌকা—
—তোমায় দেখে চিন্‌তে পেলেম্—
—বট আমার দেশী মানুষ—
—দেশে বুঝি চলিয়াছ—
—দেশের গরিব কাঙ্গাল লয়ে—
—দেশের পানে চলিয়াছ—
—আমি তোমার দেশী কাঙ্গাল—
—দেশে আমায় লয়ে চল—
—কত কাল যে দেশ ছেড়ে—
—বিদেশে ভাসিয়ে বেড়াই—
—দেশের লাগি পরাণ কাঁদে—
—দেশের নামে আঁখি ঝোরে—

—দেশের চাঁদমুখ নাহি হেরে—
—সদা আমার হৃদয় দহে—

—দেশী ব'লে দয়া কর—

—কাঙ্গাল ব'লে কৃপা কর—

নদীর কূলে কূলে ফিরি,

দেশী নৌকা নাহি হেরি,

ভাগ্যে তোমার দেখা পেলেম্,

কথা রাখ কথা রাখ।

—ভাই আমার কথা রাখ—

বালুচড়ে আছি ভাই,

কাছে লোকালয় নাই,

বেলা নাই বেলা নাই,

চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ।

—রবি অস্তে যায় দেখ—

তুমি ফেলে গেলে ভাই,

আর্ত আমার গতি নাই,

নায়ে একটু দেও ঠাঁই,

আমার এ মিনতি রাখ।

—আজি এ মিনতি রাখ—

কাঙ্গালেরে আশ্রয় দেওয়া,

দেশের গরিব দেশে নেওয়া,
এইত তোমার ব্যবসায়,
আমায় নিয়ে দেশে রাখ।
——গৌরচাঁদের আদেশ রাখ——
শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

প্রেমের মহাজন কিশোরী,
সে প্রেমের খাতক বংশীধারী।
সুদ্‌ বে'ড়ে দিন দিন,
ভারি হ'ল ঋণ,
শোধ দেওয়া বড়ই কঠিন,
ভেবে ব্যাকুল হরি।
আর না দেখে পথ,
দিল দাস যত,
প্রেমের তমশুক্‌ ফেরত,
তবু নাহি দেয় প্যারী।
বিষম দায় ঠেকে,
নিরুপায় দেখে,

মোহনবাঁশী ব্রজে রেখে,
হইল দেশান্তরী।
তবু ভয় না যায়,
কালরূপ লুকায়,
কৈল আসি নদীয়ায়,
দেউলিয়া নাম জারি।
বহিতে ঋণভার,
ভাবনা নাহি আর,
মহাজন কি কর্‌বে তার,
যে জন হয় ভিকারী।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

বাউলের সুর—তাল খেন্‌টা।

কাঙ্গালের ভাবনা কিরে আর,
গরিবের দিন ফিরেছে এই বার।
শুনেছি এক দয়াল, এসেছে নদীয়ায়,
কাঙ্গাল দেখ্‌লে ডেকে এনে যেচে ধন বিলায়
যত দীন দুঃখী ছিল,
সকলি ধনী হ'ল,
সে দেশে কাঙ্গাল খুজে পাওয়া ভার।

চল যাই সেই দেশে, যে দেশে সেই জন,
আনি গিয়ে যত পারি মনের মত ধন।
সে ধনে শোক হরে,
সে ধনে তাপ নিবারে,
সে ধন কখনি নয় ফুরাবার।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

বাউলের সুর মিশ্রিত——তাল কাহারবা।

এসেছে এক প্রেমের মানুষ নদীয়ানগরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
সোণার বরণ, চাঁদের কিরণ কাঁতি কলেবরে,
চাহিতে রূপের পানে, প্রেমে প্রাণ ভরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
রসে ডগমগ তনু পুলকে শিহরে,
ললিত ত্রিভঙ্গরূপে মুনি-মনোহরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
হরিব'লে ঢুলে ঢুলে নাচে প্রেম ভরে,
ভঙ্গি দেখে নয়ন জুড়ায়, প্রাণ কেমন করে,
চল যাই দেখিগে তারে।

গলে দোলে বনমালা শিখিপুচ্ছ শিরে,
চরণে নূপুর বাজে রুনু রুনু স্বরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
কপালে তিলকচাঁদ কিবা শোভা করে,
অঙ্গে লিখা হরিনাম জীবন্ত আঁখরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
নয়নে সুধার লীলা প্রেম অশ্রু ঝরে,
ঢল ঢল দুটি আঁখি কটাক্ষে প্রাণ হরে,
চল যাই দেখিগে তারে।
যেচে যেচে কোল দেয় অধম পামরে,
ডেকে ডেকে হরিনাম, দেয় যারে তারে,
চল যাই দেখিগে তারে।

" শশিভূষণ বসু।

সুরমনোহরসাই—তাল একতালা।

যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে ওঠে—
যারে দেখ্‌লে প্রাণে ঢেউ ওঠে—
যারে দেখ্‌লে নয়নধারা ছোটে—
যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে ওঠে,

হরিনাম আপ্‌নি ফোটে,
এমন মানুষ ঘটে কৈ।

—এমন মানুষরতন মিলে কৈ—
—এমন পরশমণি মিলে কৈ—
—এমন মনের মানুষ মিলে কৈ—
—সে মানুষের দেখা পেলেম্‌ কৈ—

এমন মানুষের সঙ্গ পেলে, তবে কি রে নাম
ভুলে রই।

—এমন পাষাণ হয়ে—
—তবে কি রে নাম ভুলে রই—

সদাই অঙ্গে পিরীতি পুলক,
নয়নে পিরীতি ধারা,
সদা রসে বিভোর, ভাবে পাগল,
নামে মাতোয়ারা।
এমন প্রাণের মানুষ পাই যদি রে,
কোল দিয়ে তারে বুকে লই।

—তার শীতল বুকের ছায়া লই—
—তার কোমলপ্রাণের ছায়া লই—
—চিরদিনের তরে শরণ লই—
—তার চরণধুলী মাথায় লই—

মলয় বাতাস ছুঁয়ে যেমন
মালতী ফোটে রে বনে,
তেম্নি, সাধুর গায়ের বাতাস লাগ্‌লে,
নাম ফোটে রে মনে।
যদি পাই সে পরশমণি-মানুষ,
কোল দিয়ে তারে সোণা হই,
আমি লোহা থেকে সোণা হই।
যদি পাই সে পরশমণি মানুষ ;—
—অঙ্গে তবে পুলক ফোটে রে—
—আমার পাষাণ অঙ্গে তবে পুলক ফোটে রে—
—পাষাণ অঙ্গে তবে—
—ফুলের মতন পুলক ফোটে রে—

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী অহং খাম্বাজ*—তাল আড়াঠেকা।

গৌররূপ কেন হেরিলাম,
কি জানি ও রূপে আছে, দেখে মজিলাম।

---

* মন রে ভ্রান্তি তোমার——সুরাভাস।

হৃদয়মোহন ছাঁদ,
কটাক্ষে প্রেমের ফাঁদ,
হেরি সে সোণার চাঁদ,
প্রেমে ডুবিলাম।

নয়নে অমৃত রাশি,
বদনে মধুর হাসি,
অন্তর হ'ল উদাসী,
প্রাণ হারাইলাম।

গৌরাঙ্গে নীলের আভা,
আহা কিবা মনোলোভা,
অপরূপ রূপে শোভা—
হেরে ভুলিলাম।

সে রূপে অমিয়া ভাসে,
প্রেমের চপলা হাসে,
আপ্‌নি ভালবাসা আসে,
ভালবাসিলাম।

শশিভূষণ বসু।

রাগিণী দেওগিরি বিভাস——তাল মদ্য।

গৌররূপ আমার হিয়ায় জাগে।
রূপের অনুরূপ বেশ গো আমার হিয়ায় জাগে।
সেই প্রেমরূপে সন্ন্যাসীবেশ, বড়ই মধুর মধুর
লাগে।
সেই রূপের পানে নয়ন ধায়, মন চলে রে
আগে আগে।

শরদপূর্ণিমার চাঁদ
যিনিয়ে যে অঙ্গের বরণ,
সে অঙ্গে প্রেমপুলক বিনে,
সাজে কিরে অন্য ভূষণ।

—কি আছে রে এমন মাণিক ;—
—সেই অঙ্গের যোগ্য হয়—
—সেই রূপকে উজ্জ্বল করে—
—সে অঙ্গে রইতে নারিল ;—
—কৌস্তুভ রতনরাজ—
—রূপের কাছে লাজ পেয়ে—

মণি দরপণের আভায়,
যে লাবণ্যের না হয় তুলা,
সাজে কি তায় অঙ্গরাগ,

বিনা প্রেমময় ধূলা,

—গৌরদেহে কিবা শোভে ;—

—কীর্ত্তনের আঙ্গিনার ধূলা—
—হরিনাম মাখা ধূলা—

—গৌরদেহে কাজ কি রে আর ;—

—চন্দনের অঙ্গরাগে—
—কস্তূরীর অঙ্গরাগে—

মানস সরোবরের কমল
যিনিয়ে যে দুটি নয়ন,
সাজে তায় প্রেম-অশ্রু বিনে
এমন কি আছে অঞ্জন,

—মরি কিবা মনোহর ;——

—অশ্রুমাখা সে কটাক্ষ—
—যেন করুণার নিঝর—

যেই কণ্ঠবাণীর বীণা—
ব্রজের মোহন মুরলীর প্রায়,
নাম-চিন্তামণিহার বই,
অন্য হার কি সাজে রে তায়।

—সেই কণ্ঠে বিরাজে—
—কণ্ঠবরে বিরাজে—

—হরিনামের মধুর হার—
—রাধানামের সুধার হার—

—কাজ কি বে আর পরাইয়ে ;—

—গৌরচাঁদের বাহিরকণ্ঠে—
—মালতীকুসুমের হার—

যে করের পরশ আনন্দ
লভে সদা দীন হীনে,
সে উদার কর কি রে
সাজে কমণ্ডলু বিনে।

—তাঁর হাতে কি চক্র সাজে—
—তাঁর হাতে কি ধনুক সাজে—

—করুণায় যে অবতীর্ণ—
—জীবে যে বিতরে দয়া—

—সন্ন্যাসীবেশ তাঁর সাজে ;—

—পতিতেরে কোল যে দেয়—
—পাপী রে যে অভয় দেয়—

যেই চরণ দুঃখীর সম্বল,
'কাঙ্গালের আশ্রয়দাতা,
তার মত উপহার—
বনের ফুল তুলসীরপাতা।

—এই সাধ মনে আমার—

—কুসুমের অঞ্জলি দিয়ে—
—রাঙ্গাচরণ দুটি সাজাই—

—সতুলসী গঙ্গাজল—
—ঢেলে দি অই রাঙ্গা পায়—

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

মনোহরসাই মিশ্রিত*——তাল লোভা।

বল রে! হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।
ও নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ জুড়াবে
পূর্ণ হবে মনস্কাম
হরিনাম সুধাসিন্ধু,
পান করিলে এক বিন্দু,
রবে না ভবের ক্ষুধা মন আমার;
প্রেমসাগর সেঁচে দিল গোরা মন্ত্রসুধা
হরিনাম।
হরিনাম যাচে রঙ্গে,
ভক্তকুল নাচে সঙ্গে,
ভাসে কীর্ত্তন তরঙ্গে-গোরাচাঁদ;
দেখ, উদয় নদীয়াপুরে আধরাধা আধশ্যাম।
প্রেমের হরি গৌরহরি,
বলে হরি, বোলায় হরি,

---

* কুসস্তান কি কথা শুনালি——সুরের আভাস।

সবে বলে হরি হরি, আ মরি!
আজ, উঠ্‌ল রে জগৎ ভরি, সুধামাখা
হরিনাম।

" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল একতালা।

তুমি দয়ার অবতার হরি,
আমি দয়া চাই নে।
তুমি মুক্তিবাঞ্ছা-কল্পতরু,
—হরি হে ওহে মুক্তিদাতা—
আমি মুক্তি পথে যাই নে।
তুমি কাঁদাইতে ভালবাস,
—হরি হে ওহে ও নিরোদয়—
আমি কাঁদ্‌তে জানি নে।
তুমি যোগীর আরাধ্য ধন,
—হরি হে ওহে যোগীজীবন—
আমি যোগ জানি নে।
তোমায় কংশারি অঘারি নামে—
—হরি হে ওহে ও নিরোদয়—
—কশিপু বিদারী নামে—

—শ্রীমধুসূদন নামে—
—মুকুন্দমুরারি নামে—
আমি ডেকে সুখ পাই নে।
তুমি নিতাইয়ের সর্ব্বস্ব কি হে—
—বল হে বল এ কাঙ্গালে—
—গদাধরের প্রাণ কি হে—
—জগাই মাধাইর জীবন কি হে—
—তুমি অদ্বৈতের সাধন কি হে—
নইলে আমি ডাকি নে।
কভু এসেছ কি সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে,
—হরি হে ওহে ও প্রেমময় –
এসেছ কি—
—জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে—
—প্রেমময়ী রাই ব'লে—
—রাইয়ের রূপ অঙ্গে মাখি—
—তোমায় না সাধিতে যেচে ২—
নইলে আমি ডাকি নে।

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

বাউলের সুর——তাল লোভা।

আমরা পদের অভিলাষী,

রেখো পদে গৌরশশী।

রেখো পদে—

—নিজ গুণে দয়া ক'রে—

—মনে আর কিছু বাসনা নাই—

ভজন সাধন জানে না মন, পদসেবার
ভিকারী।

শ্রীচরণ বুকে রাখি—ধূলি মাখি,
যেন থাকি দিবানিশি।

ভক্তি মুক্তি নাহি বুঝি বিনে ওই চরণ দুটি,
রাঙ্গাপায় নূপুরবাজে—ভ্রমর গাঁজে,
শুন্‌তে বড় ভালবাসী।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষফল দিয়ে ভুলাও তুমি,
আমি চাই না সে ফল, চাই হে কেবল,—
সেবার দাস হই দিবানিশি।

বাকা হয়ে সঙ্কীর্ত্তনে, ভক্ত মাঝে দাঁড়াও দেখি,
শ্রীপদে ধূলা মাখা, ঢাকা রাকা—
দেখ্‌তে বড় ভালবাসী।

দীন দুঃখীর ঠাকুর তুমি, কাঙ্গালেরে কর দয়া,

অধম কাঙ্গাল আমি, দয়াল তুমি ;
দেও হে চরণ প্রেমে ভাসি ।

" শশিভূষণ বসু।

মনোহরসাই মিশ্রিত বাউলের সুর——তাল গোভা।

দেশে দেশে খুজিয়া বেড়াই——
যদি তার দেখা পাই—দেখা পাই ।
কোন্‌খানে আছে প্রাণের চাঁদ—-
যদি তার দেখা পাই—দেখা পাই ।
যার রূপ নয়নে মাখা,
যে মূরতি চিতে আঁকা,
প্রাণ তারে চায়,
বল্‌রে ! কোন্‌খানে তাহারে পাব—
কোন্‌ পথে যাই—কোন্‌ পথে যাই ।
যে করেছে মন চুরী,
দেশে দেশে তারে ঢুরি,
আঁখি দেখা চায় ;
নয়নমণি বিনে দিবারাতি—

কাঁদিয়া গোয়াই—কাঁদিয়া গোয়াই।
ব'লে দে এ কাঙ্গালে,
পাব রে কোথা গেলে,
হৃদয়চাঁদ আমার,
তারে নয়ন ভরি বারেক হেরি—
অন্য সাধ নাই—অন্য সাধ নাই।

" শশিভূষণ বসু

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপ।

আজি আমার গোরাচাঁদের ভাবে বিবশ অঙ্গ।
ভাবনিধি গোরাচাঁদের নিতি নূতন রঙ্গ।
আপনা আপনি রঙ্গে করে বিহার,
আপন সঙ্গে আপনি করে বিহার,
করে রে নব বিহার ;—
—রসে বিভোর গোরাচাঁদ
—সুরধুনীর পুলীনে—
—আপনি পরে রে আপনি গাঁথি ফুলহার—
—জাহ্নবীনীরে নিরখে মুখ বার বার—
—নিজ মুখ পানে তেরছ নিজ নেহারে—
আপনি মুগধ হেরিয়ে রূপ আপনার,

যেন রে আপনহারা পেয়ে আপন সঙ্গ।
তরল চাহনি,
—রাইয়ের চাহনির মত—
সরল মৃদু হাসি,
—রাইয়ের হাসির মত রে—
কুটিল কটাক্ষ,
—শ্যামের কটাক্ষের মত —
মধুর মৃদু হাসি,
শ্যামের হাসির মত রে—
ফুট উজল হাসি,
—কুমুদ চাঁদবদনে—
—কুমুদবন চাঁদ যেন শ্যামবদন—
—কুয়ল শোভা কুমুদে উজল শোভা চাঁদে—
মোহন রূপ রাশি ;—
—নয়ন মন রমণ—
—জোছনার আড়ালে লুকায়ে যেন নবঘন—
—চম্পক আভা যেন রে নীল পরিজাতে—
আপন রসের আপনি অভিলাষী,
আপনি রাই রঙ্গিনী আপনি ত্রিভঙ্গ।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

কীর্ত্তনের সুর মিশ্রিত ঝিঁঝিট——তাল একতালা।

প্রেমে ঢর ঢর, গৌর-শশধর,
ধর ধর তোরে ধর রে।
ধর তারে ধর রে—
—অবশ অধীর তনু—
—যে পার সে বুকে ক'রে—
—প্রাণের সুহৃদ্ যে হও—
গোরা, হরিব'লে ঢুলে ঢুলে
ধূলায় ঢ'লে প'ল রে।
ধূলায় ঢ'লে প'ল রে—
—গোরার কি যে হ'ল—
—তারে ধর ধর—
—যে পার ধর—
—নয়নতারা গোরা—
—হিয়ার পুতুল গোরা—
ঊর্দ্ধ নেত্রে বাহু তুলে,
নাচ্‌তে ছিল হরি ব'লে
ভাস্‌তে ছিল নয়ন জলে—
গোরাচাঁদ আমার ;—
দেখিতে দেখিতে কেন অচৈতন্য হ'ল রে।

অচৈতন্য হ'ল রে—

—কি মনে প'ড়ে—

—আজ কি ভাবিয়ে—

—প্রাণ গোরা আমার—

—হৃদয়চাঁদ আমার—

—জীবনধন আমাব—

" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী বিভাস—তাল যদ্‌।

আজ আমার গৌর, কেন রে এমন হ'ল,

—কেন এমন অধীর হ'ল—

—কিলাগি ব্যাকুল হ'ল—

—কোন ভাবে বিভোর হ'ল—

আজ আমার ;—

—সোণার চাঁদ গৌর—

—হিয়ার চাঁদ গৌর—

—আঁখির পুতুল গৌর—

—প্রাণের পুতুল গৌর—

কেন রে এমন হ'ল,

পূরবের কথা বুঝি এত দিনে মনে প'ল।

দর দর অশ্রুধারা,

ডুবু ডুবু নয়নতারা,
ঘন ঘন তপত নিঃশ্বাস,
বার বার নেহারে নীলিম আকাশ,
—নবজলধরে ঘেরা নীলিম আকাশ—
চমকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে,
চায় চারিদিক্ পানে,
অই যে সুরধুনীর দিকে
অনিমিখে চেয়ে র'ল।

নিরখে ;—

—সুরধুনীর সাদা জল }
—আজ যেন কাল কাল }

—সুরধুনীর জল যেন— }
—আজ উজান দিকে ধায়— }

—সুরধুনীর জলে যেন— }
—রাখালগণ সাঁতারি খেলে— }

—সুরধুনীর জলে দোলে— }
—যেন সে তমালের ছায়া— }

—সুরধুনীর তীরে যেন— }
—বিরাজে সে কদমতরু— }

—গোগণে পার করিবাবাঞ্ছা— }
—ডিঙ্গা যেন ঘাটে বান্ধা— }

অই যে সুরধুনীর দিকে অনিমিখে চেয়ে র'ল।

বহি বহি ধীর ধীর,
নিধুবন বিহারী সমীর,
আসি যেন পশে পরাণে,
পরিচিত সে সৌরভ বহিয়ে আনে ;
—অনেক দিনের হারা সৌরভ—
—বহিয়ে আনে—

স্তবধ স্তবধ মনে,
কি যেন শবদ শোনে,
বুঝি সেই মধুর তানে,
মুগধ হইয়া র'ল।

শোনে রে ;—

—কুঞ্জবনের ফুলবিলাসী—
—ভ্রমরা গুঞ্জরে যেন—

—কেলিকদম্ববিহারী—
—কোকিল কুহরে যেন—

—সাধের সেই শুকশারী—
—কৃষ্ণ ব'লে ডাকে যেন—

—দূর হ'তে আসে যেন—
—মধুর মধুর মধুর ধ্বনি—

—বিচরে আজ পবন সনে—}
—সেই মোহনবংশী ধ্বনি—}

—ব্রজের সুধাময় ধ্বনি—}
—জয় রাধা শ্রীরাধা ধ্বনি—}

বুঝি সেই মধুর তানে মুগধ হইয়ে র'ল।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

মনোহরসাই মিশ্রিত*—তাল একতালা।

কবে যাব রে সেই প্রেমধাম নদীয়ানগরী।

কবে জুড়াব প্রাণ রাধা শ্যাম একাধারে হেরি।

জুড়াব প্রাণ—

—আমার ভাগ্যে কি এমন হবে রে—

—লীলাধামে যাব—ঐ

আমার প্রাণকাঁদে, দেখ্‌তে নৈদের চাঁদে,

প্রাণকাঁদে—

—আমি কোন্ পথে কেমনে যাব—

—নৈদে যাওয়ার উপায় ব'লে দেরে—

—আমি আর যে ঘরে র'তে নারি—

কবে নয়নভরি দেখ্‌ব হরি, বল্‌ব হরি হরি।

নয়ন ভরি—

—কবে মানব জনম সফল হবে রে—

---

* হরি দিন্‌তো গেল সন্ধ্যা হ'ল——সুরাস্তাগ।

—আমার, এমন ভাগ্য কবে হবে রে—

—প্রেমের চাঁদ দেখিব—ঐ

দয়াল নিতাইর হাটে, প্রেমের মাণিক ওঠে,

নিতাইর হাটে—

—বিকায় হরিনাম পরশমাণিক—

—গোরার হৃদয়ের ধন যেচে বিলায়—

—কত অন্ধ আতুর ধেয়ে যায় রে—

নিতাই, কে নিবি কে নিবি ডাকে দন্তে

তৃণ করি।

কে নিবি কে নিবি—

—সবে, বিনা মূলে মাণিক—

—নিতাইচাঁদের হাটে—ঐ

—আমি পেলেম নারে—ঐ

কবে হরি ব'লে, ভাসি গঙ্গাজলে,

হরিব'লে—

—যেয়ে নদীয়ার গোবিন্দঘাটে—

—যথা গৌরহরি নাচে প্রেমে—

—এমন ভাগ্য কি আমার হবে—

প্রাণের সাধ মিটায়ে শুন্‌ব হরিনামের

বাঁশরী।

সাধ মিটায়ে—

—আমার গৌরকান্থর চাঁদমুখে রে—

—রাধা সাধা বাঁশী—ঐ

" শশিভূষণ বসু।

সুর মনোহরসাই——তাল একতালা।

আমি হারা'লেম নিধি হারা'লেম।

আজ সাধনের ধন পেয়েছিলেম।

—সরূপ রে—

—প্রাণের সরূপ রে—

আমি ভূমে থেকে গগনের চাঁদ,

হাত বাড়ায়ে পেয়েছিলেম।

—রাখ্‌তে পারলেম্‌ না—

—চাঁদ ধ'রে—

—রাখ্‌তে পারলেম না—

—(হারালেম)—

—আমি দুটি বাহু দিয়ে চাঁদ—}
—বেন্ধে রাখ্‌তে পারলেম্‌ না—}

—আমি মনের ডুরি দিয়ে চাঁদ—}
—বেন্ধে আন্‌তে পারলেম না—}

—আমি, মালার মাঝে গেঁথে চাঁদ—)
—গলায় রাখ্‌তে পারলেম্ না—)
—আমি হৃদয়ের মাঝে চাঁদ—)
—ভ'রে রাখ্‌তে পারলেম্ না—)

কালরূপের বিজুরি, গগন উজোরি
আমায় দেখা দিয়াছিল,

—সে ত লুকালো—
—আঁখির পলকে—ঐ

—সে ত লুকালো—

—আমার সুখের আলো নিবাইয়ে—
—আমার দশদিক্ আঁধার ক'রে—
—আমার ভরা আঁখি শূন্য ক'রে—
—আমার হৃদয়পুরী শূন্য ক'রে—
—আমার সকল আশার মূল ভেঙ্গে—
—ওই মেঘের আড়ালে যেয়ে—
—মেঘের বর্ণে বর্ণে মিশে রৈল—

—যেন যমুনার কাল জলে—)
—ফণিদমন ঝাঁপ দিল—)

সে যে দূরে থেকে চমকিয়ে পরাণে ঘা দিয়ে গেল।

কিবা মনো বিনোদিয়া, চিকণ কালিয়া,

মূরতি জিনিয়া কাম।

—আরত দেখলেম্ না—

—সেই কালরূপ—ঐ

—দেখলেম্ না—

—কিবা চূড়ার উপর ময়ূরপাখা—
—তাহে রাধার নাম লেখা—

—বিনোদ বনমালা বিনোদগলে—।
—বিনোদ বিনোদ মৃদু দোলে—

—কিবা যুগল করে বিনোদবাঁশী—
—মধুঝরা মৃদু হাসি—

—কিবা হৃদয়ঝরা চপল আঁখি—
—সাধ পূরিল না বারেক দেখি—

কিবা মোহন ভঙ্গিমা বাঁকা ললিত ললিতঠাম।

একবার আশার ছলনে, ক'রেছিনু মনে,
পেয়েছি পেয়েছি তায়

—আর কি পাব রে—

—সেই রতনে—

—আমার, পরাণের সাধের মাণিক,—

—আমার, দরিদ্র নয়নের মণি—

—আমার, প্রেমফণির মাথারমণি—

—আমার তাপিত অঙ্গের পরশমণি—

—সেই মনচোরা রূপের দেখা—

—আমি এই ত তারে পেয়েছিলেম—
—চারি আঁখির মিলন হ'তে ছিল—
—কি যে, বলিতে সে চেয়ে ছিল—
—আমায়, আড়নয়নে চেয়ে ছিল—
—আমার দিকে চেয়ে হেসে ছিল—
নিধি পেয়ে হারায় অনেকেই—
হারা'লে কি কেহ পায়।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

সুর মনোহরসাই—তাল ঝাঁপ।

দাঁড়াও গৌর দাঁড়াও দাঁড়াও,
যেতে দিব না হে নীলাচলে।
মুখে সরিছে না কথা
নয়ন ভ'রে যায় হে জলে।
কথা রাখ কথা রাখ,
খানিক থাক খানিক থাক,
নয়ন ভরি বারেক হেরি,
তোমার ও মুখকমলে।
হারাই হারাই হয় মনে,
আঁধার দেখি দু'নয়নে,

এই দেখা শেষ দেখা,
যেন তুমি রবে না আর ধরাতলে।
কি করেছি অপরাধ,
তায় এত বাদ সাধ,
সরল প্রাণের গোরা আমার
কেন এমন পাষাণ হ'লে।
দু, দিন হেসে আজনম্ কাছে এসে,
আজনম কাঁদাও শেষে,
তোমার লীলা তোমায় সাজে,
আমরা মরি লীলার ছলে।
তোমার এ খেলা ভাঙ্গিব আজ,
ধরিয়া রাখিব বলে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল লোভা।

ওহে তুমি কেমন যোগী,
রূপ দেখে সন্দেহ হয়।
যে জন যোগে রত তার কি এমন
লাবণ্য মাধুরী রয়।

ওহে তুমি কেমন যোগী ;—

—কঠোর তপে যোগীর শুষ্কতনু—}
—তোমার রূপে চাঁদের কিরণ ঝরে—}

—যোগীর নয়ন তারা স্থির সদা—}
—তোমার বাঁকা আঁখি কটাক্ষময়—}

—যোগী সন্ন্যাসীর ভাব এম্নি নহে—}
—তোমার ভাব যে কেমন কেমন লাগে—}

দেখিতে পাই—তোমার
নূতন নূতন ভাবের উদয়।

দেখিতে পাই ;—

—তোমার ক্ষণে ক্ষণে কত যে ভাব—}
—ভাবের কল্পনিধি তুমি—}

—ক্ষণে তনু ঘেরা পুলকরাজি—}
—যেন ফুল ফোটে বসন্তকালে—}

—ক্ষণে বদনভরা হাসি খেলে—}
—যেন জোছনা ফোটে পূর্ণিমায়—}

—ক্ষণে দর দর নয়নবারি—}
—যেন মুষলধারা বরষার—}

যোগীর বিকাশে কি হাসি পুলক,
যোগীর ভাবের অশ্রুধারা কি বয়।
বল বল হে এম্নি ব্যাকুল কেন
তোমার হৃদয়।

বল বল হে ;—

—কি যে খুঁজে বেড়াও দেশে দেশে—

—তুমি কোন ধন কি হারা'য়েছ ?—

—তোমার প্রাণের অধিক কেউ কি ছিল—
—তারে হারা'য়ে কি এমি হ'লে—

—আবার ক্ষণে তোমার প্রফুল্লমুখ—
—মনে উপজে কি সুখের আশা—

—ক্ষণে বদন কেন মলিন আবার—
—চিত্তে নিরাশা কি ফিরে এসে—

কত দেখেছি যোগী সন্ন্যাসী,

যোগী সন্ন্যাসী তো এই মত নয় ।

মনে এই লয় তোমার সন্ন্যাসী বেশ

ছলনাময় ।

মনে এই লয় ;—

—আছ প্রেমসাধনে ব্রতী তুমি—

—প্রেমের তপস্যায় রত সদা—

—সদা প্রেমরূপ ধ্যান করিছ—

—সদা প্রেমময় নাম জপিছ হে—

—তোমার মন ভাসে লাবণ্য স্রোতে—

—তোমার প্রাণ আছে তারুণ্যে ম'জে—

—তোমার হৃদয় কারুণ্যে ডুবেছে—

—তুমি প্রেমামৃতের স্বাদ পেয়েছ—

"আমায় সদয় হ'য়ে ছদ্মবেশী—

আজি সরল মনে দেও পরিচয়।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

সুর মনোহরসাই—তাল একতালা।

* ধবলী শ্যামলী পিয়লী ব'লে,

ও কে যায় রে।

—অনেক দিনের পরে—ঐ

—প্রাণের হরিদাস দেখে আয় রে—

—একবার দেখে আয়—

—যা যা দেখে আয়—

—সেই নিদয় কি আজ সদয় হ'ল—

—মোদের নয়নজলে তার প্রাণ ভিজেছে কি?—

দেখে আয়

—যা যা দেখে আয়—

—এত কাঁদাইয়ে এসেছে কি?—

—মোদের কাঁদাইয়ে কাঁদ্‌তে এসেছে কি?—

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব সূচনায় শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীশ্রী-অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন।

—ও তার কাল বরণ আছে কি না—}
—না, চন্দন মেখে গৌর হয়েছে—}

ও তার—কালবরণ—

মণি দরপণ সেই—

—যা'তে গৌর আভা খেলে ভাল—

—গোপীর গৌর আভা খেলে ভাল—

ঝল্ মল্, ঝল্ মল্ করে—

—রাধার রূপের আভায়—

—সেই ভাবিনীর ভাবের আভায়—

না, চন্দন মেখে গৌর হয়েছে—

সেই চন্দন—

—প্রেমময়ীর প্রেমের সৌরভ যা'তে—

—সেই গৌরবিনীর গৌরব মাখা—

শোভা হবে বা কেন—

—প্রেমময়ীর প্রেমের সৌরভ বিনে—

—সেই গৌরবিনীর গৌরব নৈলে—

—এ চন্দনে শোভা হবে বা কেন—

—মোদের এ চন্দনে শোভা হবে বা কেন—

—এতে কুলের গন্ধ আছে—

—এতে মানের গৌরব মাখা—

—শোভা হবে না হবে না—

—এ চন্দনে শোভা হবে না হবে না—
—এতে কলঙ্কের গন্ধ নাই—
—এতে শ্যামকলঙ্কের গন্ধ নাই—
—এতে সে পরিবাদ নাই—
—এতে কানু পরিবাদ নাই—
প্রাণের হরিদাস দেখে আয়।
(এ চন্দনে ইত্যাদি)
—এতে গঞ্জনার গন্ধ নাই—
—কুলের গঞ্জনার গন্ধ নাই—
নেচে নেচে যায়, আবার ফিরি ফিরি চায়,
ওই দেখ্ হরিদাস।
—হরিদাস তোর হরি বল্—
—তোর হরি হরি হরি বল্—
আমায় ডাক্‌লে কি ও—
শোন্ হরিদাস।
—নাড়া নাড়া নাড়া ব'লে—
আমায় ডাক্‌লে কেন,
বল্ হরিদাস—
—নাড়া কি ওর মনে আছে—
আমায় ডাক্‌লে কি ও

প্রাণ হরিদাস।

—নাড়া আমি এলেম্ ব'লে—

হরিদাস তোর হরি বল—

তোর হরিনামে কেনা হরি,

দেখ্ ওই যে এল—

দেখ এইত এল—

—শ্রীবাসের পীতবাস—

একবার বলিস্ তারে—

—দেখ্ হরিদাস—

—শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হয়ে যেতে—

সীতা আয় দেখ'সে এসে—

—এই তোর মালিনীর বনমালী এল—

—এই তো শচীদেবীর দুলাল এল—

—তোর প্রাণের বাঁকা সখা এল—

আজ কারে দেখাব—

—আমার এ আনন্দ—

—এই দরিদ্রের হিয়ার মাণিক—

শ্রীরাধারমণ ঘোষ

রাগিণী ভৈরবী তাল লোফা।

আগে যদি জান্‌তে তুমি

কাঁদ্‌তে হবে কাঁদা'লে।

তবে প্রাণে ব্যথা দিয়ে কারে ও

কাঁদাতে না কোন কালে।

আগে যদি জান্‌তে তুমি ;—

—ওহে তরুণযুবা সন্ন্যাসী—

—ওহে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী—

—ওহে প্রেমভিকারী সন্ন্যাসী—

—প্রেমের ভেকধারী সন্ন্যাসী—

—ব্যথা দিলে ব্যথা পেতে যে হয়—

—প্রাণে জ্বল্‌তে যে হয় প্রাণ জ্বালা'লে—

আ মরি মরি ! তুমি কেঁদে কেঁদে আকুল হলে,

আ মরি মরি ;—

—তোমার উছলিছে অশ্রুধারা—

—ও চাঁদ বদন ভাসে নয়ন জলে—

—তোমার অন্তরে শোচনানল—

—কোমল হিয়া জর জর তাপে—

—তোমার এন্নি দশা ঘট্‌বে পরে—

—তাতো আগে জান্‌তে পার নাই—

এখন জেনেছ হে প্রেম ভাঙ্গে যে

তার, করমে শেষ যে ফল ফলে।

আছে ত মনে, তুমি যে খেলা খেলা'য়ে ছিলে,

আছেত মনে ;—

—সেত নহে ভুলিবার কথা—

—তুমি লুকা'য়ে প্রেম করেছিলে—

আগে কেউ তোমাবে চিনে নাই—}
তুমি সেধে ভালবেসেছিলে—}

—তুমি সরলমন ভুলাইয়ে ছিলে—

—তুমি অবলা মজায়ে ছিলে—

—নারীর ধরম করম নেশে ছিলে—

—কুলে কলঙ্কের দাগা দিয়ে ছিলে—

—রূপের জাল পেতে বাজায়ে বাঁশী—}
—নারী মৃগী ধ'রে বেঁধে ছিলে—}

—মাণিক চিনেও না চিনে ছিলে—

এখন মাথার মণি খুজে বেড়াও
যারে ফেলে ছিলে পায় ঠেলে।

কি হবে ভেবে, তুমি আপ্‌নি আপন দায় ঘটা'লে,
কি হবে ভেবে ;—

—তোমার কাঁদ্‌তে হবে সারা জীবন—

—তোমার চিরদিন এই ভাবে যাবে—

—যে জন প্রেম ধরম না রেখে চলে—}
—তার এইত উচিত্ত দণ্ড বটে—}

—আগে মন নিয়ে মন নাহি দিলে—}
—এখন মন দিয়ে মন পাবে না হে—}

—সেই কালবরণ ঢেকে রেখে— }
—গৌর হয়েছ লোকলাজে বুঝি— }
কত কেঁদেছে রাই তোমার লাগি,
এখন তুমি কাঁদ রাই ব'লে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী বিভাষ—তাল খয়রা।

কোথা গেলে পাব, প্রাণজীবন গৌরহরি ;
প্রাণজীবন গৌর,
ধনজীবন গৌর,
শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি।
হ'ল সময় অতীত,
কত দিন র'ব পতিত,
পতিত-পাবন গৌরহরি।
—কোথা র'লে আমার—
পতিতপাবন গৌরহরি।
অনর্পিত প্রেম দিয়ে,
গেলে জগত মাতা'য়ে,
শুধু আমি কি অনধিকারী।
—ওহে দয়াল গৌর—

শুধু আমি কি অনধিকারী।

শ্রীরামকুমার বসাক।

সুর মনোহরসাই—তাল লোভা।

ঐ যায় নিতাই যায়

ভাবের তরঙ্গ তুলিয়ে।

—হরি হরি ব'লে যায়—

—গৌর প্রেমে, আপনহারা হ'য়ে যায়—

—ঐ দেখ্ হেলে দুলে যায়---

ভাবের তরঙ্গ তুলি—

---ঐ যায় রে আমার দয়াল নিতাই---

---গৌরহরি ব'লে--

---গৌরহরি বোলাইয়ে--

আমার জাতি কুলধন হরি,

মান জীবন হরি

সরবস গৌরহরি—

যায় বলিয়ে।

আমায় জাতি কুলধন হরি—

---আমি বিকা'তে এসেছি--

—আমায় কিনে নে রে---

—হরি হরি ব'লে—
আমার, নিতাইয়ের হরিনামে,
কি জানি হয় পরিণামে,
সবে হরি হরি বলে—
আপনা ভুলিয়ে।

আমার, নিতাইয়ের হরিনামে—
—প্রাণ ধ'রে টানে—
—আরত আমাতে আর আমি নাই রে—
কি জানি হয় পরিণামে—
—তনন্‌ইতো, হিয়া উথলে উথলে ওঠে—
—মধুর নাম শুনে, ঐ—
—নিতাইর হরিনামে, ঐ—
—প্রাণ ফুকরে ফুকরে কাঁদে—
—আমার পাষাণ প্রাণ
নামে ফুকরে ফুকরে কাঁদে—
—নিতাই রে হরিনামে
প্রাণ ফুকরে ফুকরে কাঁদে রে—

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

রাগিণী বিভাস মিশ্রিত—তাল গড়ান্ খ্যাম্‌টা।

[ঝ]

হরে কৃষ্ণ—হরিনামে পাপ হরে, তাপ হরে।
সবে ভক্তি ভরে বদন ভ'রে বল রে হরে হরে।
হরি ভক্তের জীবন,
তারে ডাক অনুক্ষণ,
ডাক্‌লে হরি র'তে নারে দিবে দরশন ;
ডাক, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
জপ জপ হরিনাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম,
যত পার হরি হরি বল অবিরাম ;
হরিনামে জলে ভাসে শীলা, মহাপাপী যায় ত'রে।
এল রে কাঙ্গালের ঠাকুর,
জীবের দুঃখ হ'ল দূর,
হরি হরি ব'লে নাচে অন্ধ আর আতুর ;
মিলি হরি প্যারী এক অঙ্গে উদয় নৈদেপুরে।
হরিনামের তরি,
নিতাই আছে হাল ধরি,
কে যাবিরে প্রেমধামে আয় ত্বরা করি;
ভব পারের কর্ত্তা গৌরহরি, ডাকলে তারে পার
করে।

" শশিভূষণ বসু।

রাগিনী বেহাঁগরা—তাল আড়খ্যাম্‌টা।

বল রে হরি বল,
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
—সবে আজ হরিবল—
প্রাণ ভ'রে হরিবল—
—দিন গেল হরিবল—
—এ সময় হরিবল—
হরে হরে হরে বল,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরে রাম হরে রাম,
রাম রাম রাম বল।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
এমন মধুর নাম,
ক্ষণে ক্ষণে কেন ভোল।
হরিনাম হৃদয়ে রাখ,
হরিনাম রসনায় মাখ,
হরিনাম অঙ্গে লিখ,
জীবন ফুরাল ফুরাল।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

—

কীর্ত্তনের সুর—আল একতালা।

একবার প্রেমভরে প্রাণ ভ'রে
হরি বল রে।
—হরি বল রে মন হরিবল রে—ঐ
—দিনের দিন দিন বয়ে যায়—ঐ
—আর কবে বলিবে হরি—ঐ
কেন মন অচেতন, দিন গেল গেল—
হরি বল রে।
—জাগ অবোধ মন আমার—ঐ
—মিছে কাজে ভুলে র'লে—ঐ
নামের প্রতি বর্ণে হরি অধিষ্ঠান,
হরি হরি ব'লে সদা ডাক প্রাণ,
হরিনাম
সুধাধাম,
জীবন জুড়াইবে সুধা পিওরে।
সুধা পিওরে—
—হরিনাম প্রেমমাখা—
—তাপিত প্রাণ শীতল হবে—
শিহরে অন্তর যে নাম শুনিলে,
হৃদয়ে প্রেমের সাগর উথলে,

সেই নামে,
তার প্রেমে,
মন দিবা নিশি সুখে ভাস রে।
সুখে ভাস রে—
—হরিনাম সুধাসিন্ধু—
—হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে—
(পূর্ণতান)
—বল্ হরি—প্রাণ ভরি
নাম রসে ভেসে হরিবল রে—
" শশিভূষণ বসু।

পাহাড়ী মিশ্রিত মনোহরসাই—তাল লোভা।

* হরিনামের পাথারে আজ ডুবিলাম।
আজ ডুবিলাম—
—ও ভাই তোদের দয়ার গুণে—
—তোদের পদধূলি-গুণে—

---

* পুজ্যপাদ ৺ নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনা করিয়া এই গানের রচয়িতা হরিসভাতে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন; এবং তৎপরে (উক্ত ঠাকুরের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনে রচিত) এই গানটী সভাতে গীত হয়।

কি জানি ও ধূলায় আছে,
—আমি বুঝ্‌তে নারি—
—নইলে পাষাণ গল্‌বে কেন—
ও ভাই কি জানি ও নামে আছে।
ডুবিলাম ডুবিলাম সকল ভুলিলাম।
আমি যা' ভুল্‌তে চেয়েছিলাম' তা ভুলিলাম।
সকল ভুলিলাম—
—আমার চিত্ত বিত্ত দেহ গেহ—
ভুলিলাম ভুলিলাম, আজ শুনিলাম।
আজ শুনিলাম—
—তোদের মুখে মধুর হরিনাম—
—দিশি দিশি হরিনামের ধ্বনি—
ধ্বনি, অন্তরে বাহিরে আজ শুনিলাম।
আজ শুনিলাম—
—ও ভাই তোদের দয়ারগুণে—
—অইতো মধুর নূপুরধ্বনি—
—অইতো মোহনবাঁশীর ধ্বনি—}
—হরিনামের সাথে সাথে—}
শুনিলাম শুনিলাম শু'নে গাইলাম।
গাইলাম—
—ও ভাই তোদের দয়ার গুণে—

—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—

—হরেরাম হরেরাম রাম রাম—

—সেই গোরা আমার প্রাণ ব'লে—

গাইলাম গাইলাম ও রূপ হেরিলাম।

হেরিলাম—

—এই তো ত্রিভঙ্গ গৌরাঙ্গরূপ—

—প্রিয় গদাধরের পাশে—

—এই তো নিতাইর পাশে— }
—নিতাইয়ের প্রাণ— }

—এই তো আচণ্ডালে কোল দিতে—

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

রাগিণী ঝিঁঝিট *—তাল একতালা।

মধুমাখা হরিনাম—গাও রে মধুর স্বরে।

সবে গাও রে—মধুমাখা হরিনাম—

—প্রাণে প্রাণে মিলে—

—শুক সারি পিক—

—বনের তরুলতা—

—জীবন জুড়াইবে—

---

* মনে কি পড়েছে তোমার দাসী ব'লে গুণমণি—সুরের আভাস।

—জীবের প্রেমমন্ত্র—

সবে, একতানে একপ্রাণে হরিবল বদন ভ'রে।

—হরি কাঙ্গালের সখা দেখা দিবে রে—

—ওনাম শয়নে স্বপনে ভু'ল না রে—

জপ রাম নারায়ণ—মুকুন্দ মধুসূদন,

রে মূঢ় মন;

নামে সুধা পাবে, প্রাণ জুড়া'বে

ভাসিবে প্রেমসাগরে।

একবার হরিব'লে ডাক রসনারে—

—হরিনামের প্রেমে জগৎ ভেসে গেল রে—

ডাক্‌লে হরি হরি ব'লে, অবহেলে হরি মিলে

নামের বলে;

সবে এক স্বরে, ভক্তি ক'রে নামটি ধ'রে

ডাক তারে।

—সে নাম হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—

—সে নাম হরে রাম রাম হরে হরে—

" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী ছায়ানট্‌—তাল একতালা।

* কি এক উল্লাসে মোর তনু ডগমগিয়া।

—আমার, পুলকে তনু অবশ হ'ল—

—আমার, আনন্দে হিয়া অধীর হ'ল—

—আমি আপনা ধরিতে নারি—

কি এক রতন পেলেম (২)

যেন সাগর সেঁচিয়া।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব—

কৃষ্ণ বনমালিয়া।

—এ নাম রসনা ছাড়িতে নারে—

জয় রামরমণ রামরমণ—

রাম বেণু বিনোদিয়া।

শ্যামমোহিনী শ্যামসুন্দর

বলিতে বালক হাসিয়া।

নদীয়া পানে পিপাসু নয়নে—

কেন রহে চাহিয়া।

—ওর কেউ কি নদীয়ায় আছে—

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।

---

* শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীকুবের পণ্ডিতের নাম কীর্ত্তন।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

মন রে ! হরিনাম গাও,
নামে হৃদয় ভাসাও,
সদা প্রাণভরি বল হরি হরি, যদি তার প্রেম চাও।

গেল দিন অকারণ,
হরি না বলিলে মন,
বিষয়-বিষম-ঘুমে র'লে অচেতন ;
জাগরে জাগরে মন, আর কত ঘুমাও।

মনরে তোর পায় ধরি,
গেল দিন বল হরি,
ভাসরে আনন্দনীরে হরিনাম করি ;
হরিনাম প্রেমমন্ত্র প্রাণেরে শিখাও।

গাও মন হরিনাম,
হরেকৃষ্ণ হরে রাম,
যে নামে পাইবে হেলে নটবরশ্যাম ;
কি ভয় কি ভয় রে মন, নৈদেপুরে যাও।

" শশিভূষণ বসু।

রাগিণী কামোদ—তাল একতালা।

সখীগণ করে আরতি,

কুঞ্জে রসরাজের বামে বিরাজে রাই রসবতী।

সখিগণের ;—

—আনন্দ ধরে না হৃদে—

—পুলক ধরে না অঙ্গে—

—আজ্ কিবা সাধের রাতি—

—আহা কি সুখের রাতি—

সহচরী সবে, কুসুম পল্লবে

করেছে কুঞ্জের সাজ,

সহচরী সবে ;—

—সাজায়েছে ফুলের বাসর—

—সাজায়েছে ফুলের আসর—

—সাজায়েছে ফুলের শয্যা—

বড়ই মনের সাধে আজ।

সহচরীগণে, গেঁথেছে যতনে

কত যে ফুলের হার,

সহচরীগণে ;—

—গেথেছে হার বিনা সুতে—

—দিয়েছে হার শ্যামের গলে—

— দিয়েছে হার রাইয়ের গলে—

সোহাগ মাখা উপহার।

কোন সহচরী রত্ন থাল ভরি

সাজায়েছে যূথি জাতি,

কোন সহচরী ;—

—ফুলের পাখা ব্যজন করে—

—যুগল অঙ্গে চন্দন দেয়—

জ্বালিয়াছে মমের বাতি।

আজি সব সখি, যুগলরূপ দেখি,

বিভোর বিভোর অতি,

আজি সব সখি ;—

—ভাবের তানে গান করে—

—মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজায়—

—বীণা বাজায় বেণু বাজায়—

যুগল সেবায় মতি রতি।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগ মালকোষ—তাল চৌতাল।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপধারী,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপরূপ ধন্য, মানস-তামসহারী ;

রাগিণী ধানী—তাল ধামার।

কিবা-মাধবী পূর্ণিমা রাতি,
মলয় হিল্লোলে মাধবী দোলে রে,
—মধুকর মোহিনী—মৃদু মৃদু দোলে রে—
হাসে রে মালতী জাতি,
মধুর হাসে রে মল্লিকা জাতি—
ব্রজবনের কুসুম নানা জাতি—
রসে হাসে মেলি দল দশন পাঁতি।
আনন্দে পূরিল আজি ব্রজপুরী,
রাই সনে কানু খেলে রে হোরি,
ফাগ ছুরি ছুরি—খেলে রে হোরি,
পীতবসন, আবিরে অরুণ,
রাইরূপের প্রতিবিম্ব আজি পড়িয়ে
শ্যামরূপ দরপণে কাঞ্চনভাঁতি।
—রাইরঙ্গিণীর সঙ্গগুণে আজি—
—শ্যামাঙ্গ গৌর হৈল—
—মধুর মধু নিশায় নিধুবনে আজি—
—শ্যামতনু গৌর হৈল—

[ঞ]

শ্যামরূপ দরপণে কাঞ্চন ভাঁতি।

—রাইচাঁদের আভায়—

শ্যামরূপ দরপণে কাঞ্চনভাঁতি।

ভাবে ঢর ঢর বিভোর মাধব,

ফাগ পশিরন্ধ্রে, বেণু নীরব,

—বাঁশী আরত বাজে না—

—চাঁদমুখে ফুটিল সুধাময় রাধানাম—

—বংশী যেন আজি—

—মোহনদণ্ড সাজি ও করে শোভিল রে—

নব অনুরাগে, কুম্‌কুম্ রাগে,

বাঁকা আঁখি দুটী অরুণ ছল ছল।

পুলকে আবিরে রঞ্জিতকাঁতি,

—আজি রাইকানু—

—যেন একই তনু—

—আহা কি বিলাস রে—

পুলকে আবিরে রঞ্জিত কাঁতি,

—শ্যামল চাঁদের—

পুলকে আবিরে রঞ্জিত কাঁতি

শারীশুক পিক কপোত গায় রে—

—জয় রাধাশ্যাম ব'লে—

—আনন্দে গায় রে—

যুগল লীলারস আমোদে মাতি।

—— শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী সিন্দুরা—তাল ধামার।

কিবা—রাঙ্গাধূলি—ব্রজের পথে।

—আবিরে—

ব্রজগোপিকার চরণ পরশ রসিক—

যমুনার পুলিন পথে।

ব্রজরমণীর চরণের রেণু সহচর—

বিলাস বিপিন পথে।

নিকুঞ্জভবন পথে।

গোপির স্থতনুর সৌরভবাহি পবন সনে—

খেলে রে গগন পথে।

রাঙ্গারেণু'পরে ধেনুর পদচিহ্ন রাজিরাজে,

ব্রজগোপ শিশুগণের পদচিহ্ন মাঝে মাঝে।

ধ্বজব্রজাঙ্কুশরেখা, আছে যেই পদে লেখা,

সেই পদ চিহ্ন যায় রে দেখা,

আবির মাখা গোঠের পথে।

কমলা যে ধূলা চাহে সে ধূলায় হব লীন,

কবে হবে হেন ভাগ্য কবে হবে হেন দিন।
ভবের ধূলা খেলা ত্যজে,
ধূলার তরে যাব ব্রজে,
গায়ে মেখে সেই রাঙ্গারজে,
বেড়াব পথে পথে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

পীতবসন ঝাপি ঝাপি ছাপি ছাপি—
মুখচাঁদ, যায় রে নাগর।
হোরিরণে হারি ভাগি ভাগি চলে
লাগি লাগি ডর।
গিয়েছে ছিঁড়ে নবগুঞ্জ ছড়া,
পড়েছে হেলিয়ে মোহনচূড়া।
পড়িল হাত হতে ভূমে খসি,
রমণী চিত্তচোর মোহনবাঁশী।
লাল লাল আজি কালতনু,
বৈরিনারী শত একলা কানু।

যায় রে যায় রে বন্ধু কুঞ্জ ছাড়ি,
সহিতে নারি কুম্‌কুম্‌ পিচকারি।
ডাকে কেহ ঠাঁর ঠাঁর বলি,
হাসি হাসি কেহ দেয় করতালি।
শ্যামসনে রসকেলি রণে,
রাধিকার জয় নিতি নিতি বিপিনে।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

রাগ মালকোষ—তাল চৌতাল।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপধারী,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপরূপ ধন্য, মানস-তামসহারী
দেখ রে আঁখি—আঁখি ভরি প্রেমরূপ মাধুরী।
(সবে দেখ দেখ দেখ—বল হরি হরি।)

তাল—সাত্তি।

যুগে যুগে লীলা মহিমা অপার,
নম নম হরি প্রেমের আধার,
মিলি রাই কানু,
হ'য়ে এক তনু,

অচৈতন্য কলিযুগে--শ্রীচৈতন্য অবতার।

চৌতাল।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা গৌরাঙ্গসুন্দর,
কীর্ত্তন-নর্ত্তন-পটু নটবর,
ব্রজ সহচর,
সঙ্গে পরিকর,
প্রেম শশধর—নদীয়াবিহারী।
(সবে দেখ দেখ দেখ —বল হরি হরি।)

তাল—সাত্তি।

রাম প্রেমময় গুহকে মিতালি,
ব্রজে রাস-রস-প্রেমলীলা কেলি,
নিজ প্রয়োজনে,
প্রেম আস্বাদনে,
নদীয়ায় প্রকট রাধা অঙ্গে মিলি।

চৌতাল।

হরিনাম দান, হরিনাম গান,
হরিনামামৃত, প্রেমসুধা পান,
হরিনাম রসে,

ত্রিভুবন ভাসে,
প্রেমে ডুবে বল হরি হরি হরি।

" শশিভূষণ বসু।

সমাপ্ত।